দুরন্ত
সাতদিন

১৩ বর্ষ – সংখ্যা ২১, ৯-২৩ জুলাই, ২০২৩ মূল্য ১০ টাকা ১৬ পাতা RNI Registration No. WBBEN/2009/30683

মোবাইলে সোনা ৬

৩০০০ কোটিতে রিং রোড তৈরি হবে শিলিগুড়িতে ৬

৩০০০ কোটিতে সাজবে বাগডোগরা বিমান বন্দর ৮

বে-আইনি!

দুরন্ত প্রতিবেদন

১২ তলার অভিজাত অ্যাপার্টমেন্ট। বিভিন্ন অনলাইন সাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ওই অ্যাপার্টমেন্টের একেকটি ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে ৬৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকায়। সেই অ্যাপার্টমেন্টে আধুনিক সুবিধার ছড়াছড়ি। একেবারে এলাহি ব্যাপার স্যাপার সেখানে। অ্যাপার্টমেন্টের নাম দেওয়া হয়েছে ইংরেজিতে। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ‘নির্মলতা’। অভিযোগ, নামে ‘নির্মলতা’ থাকলেও কাজে ‘নির্মমতা’ দেখানো হয়েছে সেখানে। কোটি কোটি টাকার কারবার করলেও আশাপাশের সাধারণ মানুষের কথা একবারের জন্যও ভাবা হয়নি। বরং বে-আইনি সব কাজ করে গণক্ষোভের আঁতুড়ঘর তৈরি করা হয়েছে সেখানে। এই সব বে-আইনি কাজ, অবৈধ নির্মাণ নিয়ে বরো অফিস থেকে পুরনিগমে অভিযোগ করেও এরপর ৭ পাতায়

সেবক মোড়ে অবৈধ নির্মাণ

দুরন্ত প্রতিবেদন: শিলিগুড়ি শহরের একেবারে প্রধান এলাকায় চলছে অবৈধ নির্মাণ কাজ। সেবক মোড়ের হিলকার্ট রোডের ওপর। যার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল (সমতল) দলের কার্যালয়। অভিযোগ, কোনও রকম অনুমতি না নিয়েই একটা রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং কমার্শিয়ালে পরিবর্তন করা হচ্ছে। গোটা বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচারই বদলে দেওয়া হচ্ছে। তাও আবার প্রকাশ্যে দিনের বেলায়। সবুজ কাপড়ে ঢেকে বুক ফুলিয়ে এই অবৈধ নির্মাণ করলেও পুরনিগম চোখ বন্ধ করে আছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি ২৮ জুনের বোর্ড মিটিংয়ে উত্থাপন করলে মেয়র গৌতম দেব ওই এরপর ১২ পাতায়

নতুবা নির্দল

হয় প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা, নয়তো নির্দলকে ভোট দিন। এই বার্তা খোদ অনীত থাপার। ‘গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ (জিটিএ) এর প্রধান তথা বিজিপিএম দলের সুপ্রিমো।

স্পর্শকাতরহীন

নতুন জেলা কালিম্পং। এই জেলায় প্রথমবার হচ্ছে পঞ্চায়েত ভোট। এখানে বুথ আছে ২৬৩টি। তবে অবাক হলেও সত্যি যে, ২৬৩টি বুথের মধ্যে একটিও স্পর্শকাতর নয়। কালিম্পং জেলা প্রশাসন আশা করছে জেলায় ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবেই হবে। পাহাড়ের মানুষও চাইছেন মেঘেরাই খেলুক। কোনও উটকো অশান্তি প্রবেশ না করুক।

অথচ নির্দল

ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরি। অথচ পঞ্চায়েত ভোটে তিনি যে প্রার্থী দিয়েছেন, তারা সবাই নির্দল। তাঁর মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূলের প্রার্থীরাই। এমনি মজার কাণ্ড চলেছে সেখানে। আবার গোবিন্দপুরে তৃণমূলের প্রার্থীই নেই। সেখানে সবাই নির্দল। তৃণমূলের প্রার্থীও নির্দল, বিপক্ষের প্রার্থীও নির্দল। অবাক করা বিষয় হল, উভয় প্রার্থীরাই আবার ব্যবহার করছেন তৃণমূলের পতাকা ও প্রতীক।

ইদানিং

ভোট হয়, ভাট হয়
দেশ ডাকে আয় আয়
বোমা বুলেট বুকে পুরে
মনসুর গান গায়।

মনসুর গান গায়
ভোট হায়, হায়-হায় !
গুলি এসে বিঁধে তখন
স্বাধীনতার কলিজায়।

গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সফল করতে প্রচারে এবার ‘মোটিভেটরস টিম’

দুরন্ত প্রতিবেদন:

শিলিগুড়ির গ্রামে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সফল করতে কোমড় বেঁধে নেমেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। প্রায় ৩০ কোটি টাকায় মহকুমার প্রতিটি পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ শুরু হয়েছে বলেও জানান, সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এর মধ্যে ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে যথারীতি বসেছে জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট। তবে পুরোদমে এসডব্লিউএম প্রকল্প চালু করার আগে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিল মহকুমা পরিষদ। কারণ, বাড়ি বাড়ি থেকে যদি জৈব ও অজৈব জঞ্জাল মিশিয়ে ভ্যানে দেওয়া হয়, তবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাটাই ভেস্তে যাবে। তাই আগে দরকার মানুষকে বোঝানো। নইলে খরচ সব জলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব মাথায় রেখে এবারে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য তৈরি করা হল ‘মোটিভেটরস টিম’। যে টিমের কাজ হবে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মানুষকে বোঝানো। কীভাবে জৈব ও অজৈব জঞ্জাল আলাদা করে রাখতে হবে তা জানানো হবে। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,‘মোটিভেটরস টিমে স্বনির্ভর দলের সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, এলাকার তরুণ শক্তিদের রাখা হচ্ছে। এদের দেখার জন্য ভিসিডি টিমের সুপারভাইজার, পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক এমনকি ব্লকের যুগ্ম নির্বাহী আধিকারিকদের রাখা হচ্ছে। যাতে করে মানুষকে আগে থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে এসডব্লিউএম প্রকল্প সফল করতে হলে সাধারণ মানুষকে কী করতে হবে।’ সভাধিপতি জানান,‘ইতিমধ্যে মোটিভেরসদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণের পরেই সকলে মাঠে নেমে পড়বেন। আমাদের লক্ষ্য এই প্রকল্পকে সফল করা।’

আড়াই কোটিতে সাজছে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল

চিকিৎসকের অভাব মেটাতে স্বাস্থ্য ভবনে দরবার করবেন সভাধিপতি

দুরন্ত প্রতিবেদন

দুই কোটি টাকায় বেশ সেজেগুজে উঠেছে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। তবে সমস্যা মেটেনি। প্রয়োজন এবার ডাক্তারের এবং উন্নত পরিকাঠামোর। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এদিন ওই হাসপাতাল পরিদর্শন করে জানান,‘আমরা আশা করছি দ্রুত ডাক্তারের সমস্যাও মিটবে। শুধু তাই নয়, আমরা এখন এই গ্রামীণ হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হিসেবে দেখতে চাইছি। তার জন্য চেষ্টাও করব।’

নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ছবি: অসীম দাস

শিলিগুড়ি মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ ব্লক নকশালবাড়ি। নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান এই ব্লকে যেমন আদিবাসী মানুষের বাস, সেইসঙ্গে লুপ্তপ্রায় ধিমাল জনজাতির মানুষও বসবাস করেন। আর অজস্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি প্রচুর নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষও রয়েছেন। ফলে একটা গ্রামীণ হাসপাতালের ওপর বিভিন্ন জনজাতির মানুষকে নির্ভর করতে হয়। অথচ বহুদিন থেকে এই হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে সমস্যা রয়েছে। গোটা বিষয় খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে হাজির হন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ছিলেন নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতি আনন্দ ঘোষ থেকে বিডিও অরিন্দম মণ্ডল। খতিয়ে দেখার পর সভাধিপতি জানান,‘ইতিমধ্যে ২ কোটি টাকায় হাসপাতাল সংস্কারের কাজ অনেকটা হয়েছে। বেশিরভাগ মেরামতি ও রং করার কাজ শেষ হয়েছে। এখন আরও অন্তত ৫০ লক্ষ টাকায় বিদ্যুতায়নের কাজ চলছে। এই কাজের অগ্রগতিই মূলত দেখতে এসেছিলাম। শিগগিরই এমপিপিএইচ অর্থ্যাৎ ল্যাবের কাজ শুরু হবে। তাতে করে বিভিন্ন রক্ত কিংবা মল মূত্রের নমুনা পরীক্ষার জন্য শহরে ছুটতে হবে না।’ পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গেছে, এসব কাজের জন্য আরও অন্তত ২ কোটি টাকা বরাদ্দ হতে চলেছে। নতুন ডাক্তার নিয়োগের বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যভবনের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান তিনি। তবে ইঙ্গিত দেন, ইতিমধ্যে হাতের পাঁচ হিসেবে কয়েকজন ডাক্তার পেতেও পারি।

৩ পাতার পর

শান্তি ফিরিয়েই ‘হিরো’

হাতিঘিসায় কমিউনিটি কিচেন। ছবি: অসীম দাস

অবরোধকারীদের বোঝাতে গেলেন। অরুণ ঘোষ জানান,‘কেউ বুঝতেই রাজি ছিল না। ফলে আমি ঝুঁকি নিয়ে অবরোধকারীদের কাছে জানতে চাই, তারা অবরোধ কেন করছে। কী দাবি তাদের। যা চাইবে, সেটাই পূরণ করা হবে। তখন সকলে একটা একটা করে দাবি জানাতে শুরু করে। মৃতের পরিবারকে চাকরি, আর্থিক সহায়তা, রাস্তায় টোল ট্যাক্স বসানো, দোষীদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার সহ ৭-৮টি দাবি। সভাধিপতি ঠাণ্ডা মাথায় চাকরি বাদে সব দাবি মেনে নেন। ওদিকে যে আরেকটি দল অভিযুক্তদের পাড়ায় তাণ্ডব চালিয়েছে, সেটা বুঝে ওঠাই যায়নি। যখন জানা গেল, ততক্ষণে অন্তত ৫০টি বাড়ি প্রায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সভাধিপতি অসহায় হয়ে পড়লেন কিন্তু দমলেন না। এরপর ভাঙচুর চালানো এলাকায় গিয়ে তাদেরও বোঝাতে সক্ষম হলেন। এরপরেই প্রথম কমিউনিটি কিচেন চালু করলেন। প্রত্যেককে প্রাথমিক সরঞ্জাম যা যা প্রয়োজন, সকলের হাতে তুলে দিলেন। ক্ষোভ কমলে আর্থিক সহায়তা করলেন সাধ্যমতো। গ্রামে গৌতম দেব, পাপিয়া ঘোষ সহ অনেককে নিয়ে গিয়ে সকলকে ভরসা দিলেন। যার মধ্যে দিয়ে অন্তত আরও বড় রক্তক্ষয়ী ঝামেলা আটকানো গেল। অরুণ ঘোষ জীবনের পরোয়া না করে ওই কঠিন মুহূর্তে ময়দানে না নামলে কী হত সেটা ভেবে এখনও শিউরে উঠছেন এলাকার অনেকেই।

ডেঙ্গি সচেতনতায় ‘নাটক’

দুরন্ত প্রতিবেদন

ডেঙ্গি মোকাবিলায় শহরের মতো এবার গ্রামেও জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার ৪টি ব্লকের ৪৪২ ভেক্টর সার্ভাইলেন্স টিম (ভিএসপি) ও ২৪৬ ভেক্টর কন্ট্রোল টিম (ভিসিটি) সদস্যদের নিয়ে ডেঙ্গি মোকাবিলার প্রশিক্ষণ শেষ করা হয়েছে। কীভাবে ডেঙ্গি সহ পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা যাবে তার যাবতীয় করণীয় নিয়ে প্রত্যেককে হাতেকলমে শেখানো হয়েছে। স্প্রে করার ক্ষেত্রে কোন্ রাসায়নিক কতটা দিতে হবে, তার পরিমাণ জানানো থেকে এডিস মশা ও লার্ভা চেনার উপায় শেখানো হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চালানোর সময় গৃহকর্তাদের থেকে কীভাবে সাহায্য নিতে হবে তারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে জানান, ভেক্টর কন্ট্রোল বিভাগের জেলা সমন্বয়ক পঙ্কজ দত্ত। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে হাজির ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ ও কর্মাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রায়। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান, ‘বিগত বছর ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত সত্ত্বেও আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলাম। এবারও একটা আশঙ্কার জায়গা রয়েছে। তাই আমরা আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে এবারে আমরা চেষ্টা করছি গ্রামের মানুষকে বেশি বেশি করে সচেতন করতে। তার জন্য আমরা নাটককে হাতিয়ার করার পরিকল্পনা করেছি। স্বচ্ছ নির্মল বাংলা অভিযানের জন্য এমনিতেই আমরা নাটকের মহড়া করাচ্ছি। যার মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছ পরিবেশের জন্য প্রচার করা হবে। আমরা এর মধ্যে ডেঙ্গির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে হাটে বাজারে নাটক মঞ্চস্থ করানোর কথা ভেবেছি। আমরা চাই মানুষ আগে সচেতন হোক। তাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে।’

ক্ষোভের আগুনে ঝাঁপ

শান্তি ফিরিয়েই ‘হিরো’

নকশালবাড়ি হাতিঘিসায় ক্ষোভের আগুন। ছবি: অসীম দাস

দুরন্ত প্রতিবেদন

সামান্য কারণে বচসা। তারপর চা-বাগানের এক যুবককে পিটিয়ে খুন। পরদিন খুনের বদলা নিতে দলবদ্ধ হামলা। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর, তান্ডব। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, অবরোধ। অগ্নিগর্ভ নকশালবাড়ির হাতিঘিষা। পুলিশ অ্যাকশন নিতে পারছিল না, কারণ তাতে হিতে-বিপরীত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ চুপ করে বসে থাকলে রক্তনদী বয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে কোনওকিছুর পরোয়া না করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরুণ সভাধিপতি অরুণ ঘোষ ময়দানে নেমে পড়লেন। এক কথায় ক্ষোভের আগুনে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিলেন। অরুণ এলাকার প্রায় সকলের পরিচিত। তারপরেও অরুণকেও গ্রাহ্য করতে চাইছিল না অনেকে। পরিস্থিতি এমন তৈরি হয়েছিল যে, অরুণ ঘোষও হামলার মুখে পড়তে চলেছিলেন। তারপরও তিনি মাঠ ছাড়েননি। আর তাতেই তিনি সফল হলেন। একটা সময় সভাধিপতির প্রশ্নের জবাব দিতে হিমসিম খেতে শুরু করলেন ক্ষিপ্ত মানুষগুলো। তাঁরা একের পর এক দাবি তুললেন। সভাধিপতি সমস্ত দাবি পূরণ করার প্রতিজ্ঞা করলেন। ক্ষুব্ধ জনতা ক্রমশ নরম হল। তৈরি হল আলোচনার পরিবেশ। রক্ষা পেল একটা স্পর্শকাতর-সংঘর্ষ থেকে।

অশান্তি রুখতে র‍্যাফ নিয়ে ময়দানে অরুণ ঘোষ। ছবি: অসীম দাস

কী হয়েছিল সেদিন ?

ঘটনাটি নকশালবাড়ির হাতিঘিসা মুড়িবস্তির। বিজয়নগর চা-বাগানের সুধীর নাগাসিয়ার ৩-৪ বছর বয়সী সন্তানের মাম্পস ফুলে গিয়েছিল। চিকিৎসার জন্য বন্ধুদের ডেকে আনে। তারপর ৪ জন মিলে সুধীর বেধড়ক মারে। তাতেই পরবর্তীতে মৃত্যু হয়। এমন মর্মান্তিক ঘটনা সুধীরের গ্রামে ক্ষোভ তৈরি করে। পরদিন গ্রামের সবাই দলবদ্ধ ভাবে ওই ৪ যুবকের গ্রামের ওপর হামলা চালায়। ৩টি বাড়ি পুরো জ্বালিয়ে দেয়। ২১টি বাড়ি তছনছ করে দেয়। ক্ষতি নিজের পিকআপ ভ্যানে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাইকে সামান্য ধাক্কা লাগে পিকআপের। তাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু হয়নি। কিন্তু ক্ষিপ্ত বাইক চালক সুধীরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। বাইক চালক রাগে পিকআপের চাবি খুলে নেয়। ভেতরে বসে সুধীরের সন্তান সব দেখছিল অসুস্থ অবস্থায়। চাবি নেওয়ায় সুধীর বাইক চালককে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এরপর বাইক চালক হয়েছে আরও অন্তত ২২টি বাড়ি। ভেঙে ফেলা হয়েছে প্রচুর বাইক, টিভি, ফ্যান থেকে হাড়ি কড়াই সব। এরপর খোঁজ শুরু হয় খুনিদের। যাতে করে প্রতিশোধ নিতে পারে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে দুটি গ্রামের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবস্থা দেখা যায়। পুলিশ সক্রিয়তা দেখানোর চেষ্টা করলে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল সুধীরের প্রতিবেশীরা। ফলে দিনের প্রথমভাগের অনেকটা সময় পুলিশ কিছু করে উঠতে পারছিল না। শেষে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষোভ সামাল দিতে ময়দানে হাজির হন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

যেভাবে শান্ত হল গ্রাম

সুধীর নাগাশিয়ার মৃত্যু হতেই সভাধিপতি আঁচ করতে পেরেছিলেন প্রত্যাঘাতের। ফলে সেদিন তিনি গ্রামে রাত ৯টা থেকে ৩টা পর্যন্ত অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ছিলেন। ফলে তাৎক্ষণিক কোনও ঘটনা ঘটেনি। পরেরদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই অবরোধ হচ্ছে বলে জানতে পারেন। তিনি অবরোধ স্থলে পৌঁছে দেখেন পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। টায়ার জ্বালিয়ে তান্ডব করছে উত্তেজিত প্রতিবেশীরা। পুলিশ দেখে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। সামাল দেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু কিছু একটা না করলে তো আরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। ফলে কোনওকিছুর পরোয়া না করে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

এরপর ২ পাতায়

দুরন্ত সাতদিন

১৩ বর্ষ – সংখ্যা ২১, ৯-২৩ জুলাই, ২০২৩

কৃতজ্ঞতা

‘দুরন্ত সাতদিন’ এখন রঙিন। ১৬ পাতার সাময়িকপত্র। ১৩ বছরে প্রথম এমন বিপুল আয়োজন। আর প্রথম আয়োজনেই আপনাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছি। আমরা আপ্লুত। ২০০৯-২০১০ সালের কথা। তখন সাদাকালো ৪ পাতায় মুদ্রিত হত। ছাপা হত অফসেটে। তখন সেটাই ছিল ‘হট কেক’। নন্দিত হয়েছে। তবে তা একেবারে প্রত্যন্ত এলাকায়। সেদিন আমরা ভাবিইনি ছাপোষা কাগজটি শিলিগুড়ি থেকে এত বাহারি রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। এর কৃতিত্ব সমস্তটাই আপনাদের। তার জন্য অসীম কৃতজ্ঞতা সমস্ত পাঠকবর্গকে। আমরা শিলিগুড়ির মুখপত্র হয়ে উঠতে চাই। এখানকার শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, ক্রীড়া থেকে বাণিজ্যকে ভালবেসে তুলে ধরতে চাই। তবে তার জন্য প্রয়োজন আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা। এই শহরকে তুলে ধরার জন্য আপনাদের সাহচর্য চাই, আপনাদের সঙ্গে মত বিনিময় চাই। আর চাই গঠনমূলক সমালোচনা।

আমরা ধীরে ধীরে কাগজটিকে সাপ্তাহিকের জায়গায় ফিরিয়ে আনব। আপাতত কিছুদিন বাধ্য হয়েই মাসিক আকারে প্রকাশিত হবে। পুজোর আগেই পাক্ষিক করার পরিকল্পনা রয়েছে। খরচ তাতে বাড়বে। ফলে আমাদের প্রয়োজন হবে কিছুটা হলেও খরচ তুলে আনা। আমরা বিশ্বাস করি সততার সঙ্গে কাজ করলে কোনওকিছুই আটকে থাকবে না। আর সঙ্গে যদি থাকেন আপনারা, তাহলে তো কথাই নেই। আপনাদের কাছে পুনর্বার অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

DURANTA SAATDIN

Advertisement Tariff

Front Page (colour) - Rs. 20,000
Back Page (colour) - Rs. 16,000
Inside Full Page (colour) - Rs. 12,000
Inside Full Page (black & white) - Rs. 10,000
Ear Panel (front page) - Rs. 2000
Affidavit - Rs. 300 (per copy)

All tariff are applicable for only week

Contact for Advertisement
Siliguri- 6295751784
Islampur- 9434962451
e-mail : saatdin@gmail.com

Owned by Md. Jabbar Ali, Milanpally, Islampur, Uttar Dinajpur, WB, Pin : 7333202, Mob-9434962451, Published by Alok Kr. Sarkar, Arobinda Pally Main Road, Siliguri, Darjeeling, Mob-8617008175, Printed by Darpan Publication Pvt limited, 3rd mile, Sevok Road, Siliguri-734008
RNI Registration No. WBBEN/2009/30683,
Registered : Postal Regi. No. WB/NBSR/BLH - 0007/2010-2012.
Editor- Md. Jabbar Ali, Executive Editor- Alok Kr. Sarkar.

নকশালবাড়ি ও কাস্তেচরা

শুভজিৎ বোস

নকশালবাড়িকে আঁকড়ে রাখে খেমচি, বাতারিয়া আর মেচী নদী। হাওয়া দেয় টুকরিয়া বনাঞ্চল। মায়াবী হয়ে ওঠে নকশালবাড়ি। সেখানে কালো মাথার কাস্তেচরা পাখিরা আসে। আর সেই পাখির জন্য আসে প্রচুর পর্যটক। শুধু কী কাস্তেচরা ! সঙ্গে শামুকখোল, বাজকা, বক, মদনটাক পাখিদের আস্তানা এই মনোরম নকশালবাড়ি। বিপন্ন প্রজাতির পাখির মধ্যে পড়ে কালো মাথার কাস্তেচরা। যাকে স্থানীয় ভাষায় ‘কাকরোল’ বলা হয়ে থাকে। জুন মাসের সমীক্ষায় অনেকসংখ্যক বাসাও পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে ব্ল্যাক হেডেড আইবিস, ওপেন বিল স্টরক্, লেসের অ্যাডজ্যানটেন্ট স্টরক্, ক্যাটেল এগরেট, স্মল এগরেট ও নাইট হেরন প্রজাতির পাখিগুলির মধ্যে শুধু ওপেন বিল স্টরক-এর বাসা পরিলক্ষিত হয়নি এখানে। তবে এই ব্ল্যাক হেডেড আইবিস ১৯৯০ সালের পূর্বে এই এলাকায় দেখা যেত না। এই পরিযায়ী পাখিরা সাধারণত ছোট সাপ, কীটপতঙ্গ, মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। এলাকার কৃষিজমি, পতিত জমি, পুকুর, বট ও অশ্বত্থ গাছ এবং ঘন বয়স্ক গাছের পরিবেশ এদের বসবসারের জন্য উপযুক্ত। এখানকার পরিবেশ ওদের ভীষণরকমভাবে আকৃষ্ট করে। তবে নগরায়নের ধাক্কায় প্রকৃতির গায়ে লোহার কুঠার চালিয়ে যে নিকৃষ্ট পাপ করছে সভ্যতা তাতে পাখিরা আজ সর্বত্র বিভ্রান্ত! পথ ভুলে যাচ্ছে ওরা বাসায় ফেরার। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গাছ কিছু হলেও যেন রক্ষা পায়। কারণ এই লুপ্তপ্রায় পাখিরা বড় গাছগুলিতেই তাদের বাসা তৈরী করে। ইতিমধ্যে পানিঘাটা রোডে অনেকগুলি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, যার ফলে তারা আর সেখানে বাসা তৈরী করতে পারছে না। গ্রামের দিকেও বড় গাছের সংখ্যা হু হু করে কমে যাচ্ছে। বড় গাছ বেড়েই উঠছে না, অথবা অল্প বেড়ে উঠলেই কাটা পড়ে যাচ্ছে কোনও ভাবে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উচিৎ যে ধরণের গাছগুলিতে এই পাখিগুলি বাসা তৈরী করে যেমন- বট, অশ্বত্থ, জারুলও জঙ্গলে রোপন করা উচিৎ একথাই বললেন বিজ্ঞানক্লাবের কর্মী প্রাণগোবিন্দ নাগ, অভিজিৎ সরকার প্রমুখ। পরিযায়ী পাখিগুলির বর্ষা ঋতুর আগে আগমন ঘটে এবং সেপ্টেম্বরের দিকে বাচ্চা ফুটিয়ে ওরা উড়ে চলে যায় দূরে। এমাসের যৌথ গণনাতে ছয়টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ঐরাবত, ওয়াইল্ড গ্যালারি, বার্ড ওয়াচার সোসাইটি, অপ্টোপিক, শিলিগুড়ি ফটোগ্রাফার সোস্যাইটি ও নকশালবাড়ি বিজ্ঞান ক্লাব অংশগ্রহণ করে। যেহেতু বড় গাছের সংখ্যা নকশালবাড়িতে কমছে, তাই যদি টুকরিয়া বনাঞ্চল এবং লঘু বসতিপূর্ণ এলাকায় সে ধরণের গাছগুলিকে সংরক্ষণ করা যায়, বা সে ধরণের গাছ রোপন করা যায় তাহলেই এই সীমিত সংখ্যায় টিকে থাকা উত্তরের গর্ব এই পক্ষীসম্পদকে রক্ষা করা যাবে,নয়তো বৃক্ষের সাথে সাথে এদেরও অস্তিত্ব আর টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না !

যদি নকশালবাড়ির ফুসফুস টুকরিয়া বনাঞ্চলেও এই স্থানীয় পরিযায়ী পাখিদের যথোপযুক্ত থাকা ও খাদ্য সংগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় তাহলে অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এলাকার পরিবেশ-বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব। তবে টুকরিয়া ফরেস্টকে ঘিরে উত্তরের মানুষ বরাবরই স্বপ্ন দেখে পর্যটনের, যার ১৩০০ একর এলাকাজুড়ে এই বনাঞ্চল বিস্তৃত, যা ১৯৯৬ সালে ফরেস্ট রেঞ্জ হিসাবে ঘোষিত হয়। বাঁদর, হনুমান, খরগোশ, হাতি, ময়ূর, সাপ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এই এলাকার জৈববৈচিত্র্য রক্ষা করে। টুকরিয়ার আশেপাশেই অবস্থিত লোহাগর, পুটুং, দুধিয়া, পানিঘাটা স্পট। এলাকায় অবশিষ্ট পরিত্যক্ত জমিতে হোমস্টে, রিসোর্ট এবং পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা নিলে সবদিক রক্ষা পাবে বলেই মনে হয়।

লেখক: নকশালবাড়ি বেঙ্গাইজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক

ডিজিটাল হবে পার্কিং পরিষেবা

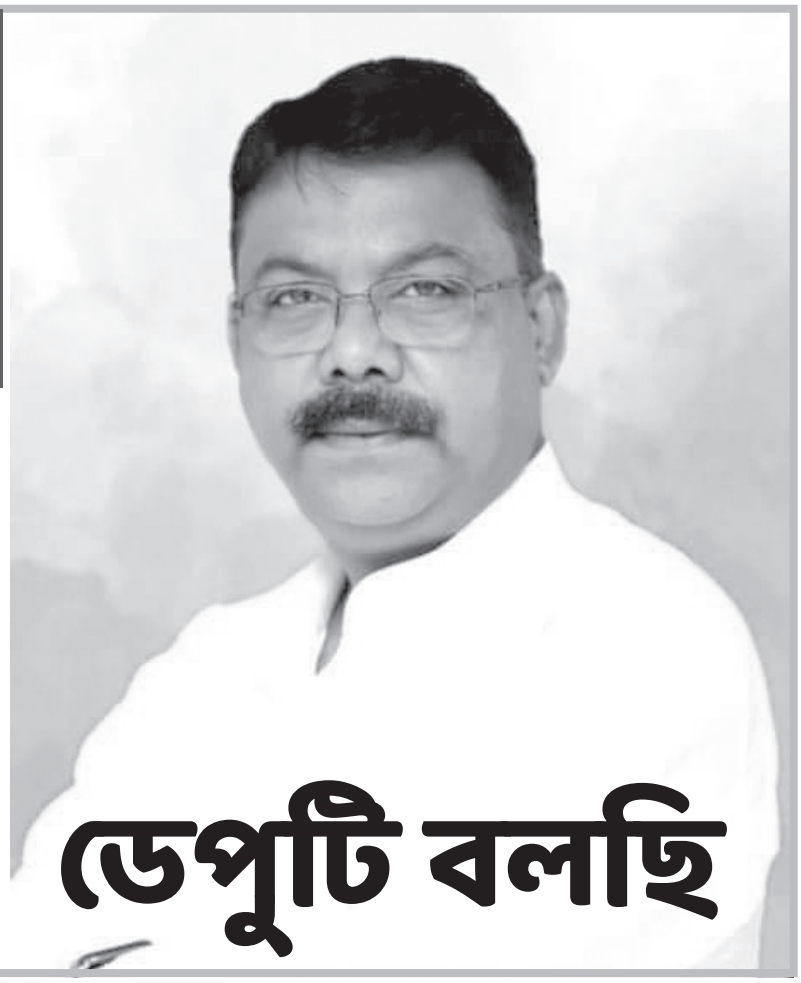

শিলিগুড়ির পার্কিং পরিষেবাও ডিজিটাল করা হবে। এবার থেকে শিলিগুড়ির যে কোনও পার্কিং জোনে গাড়ি রাখার পর ফি হিসেবে নগদে না মেটালেও চলবে। পরিবর্তে অনলাইন পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। অনলাইন পেমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত কাজ শেষে ওই পদ্ধতি চালু করা হবে। আশা করছি এর জন্য খুব বেশি দেরি হবে না। আমরা পার্কিং ফি নিয়ে কোনওরকম বে-আইনি কাজকর্ম বরদাস্ত করব না। এর জন্য সমস্ত এজেন্সিকে ডেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই কাজকে সেবামূলক কাজ ভেবেই করতে হবে। আমরা এবার প্রতিটি পার্কিংজোনে রেটচার্ট ঝুলিয়ে দেব এবং ফি আদায়কারীদের জন্য পরিচয়পত্র বানিয়ে দেব। পাশাপাশি সংস্থাগুলির কাছে নিজ নিজ পার্কিং জোনের সুবিধা অসুবিধা লিখে পাঠাতে বলা হয়েছে, সেই রিপোর্ট আসার পর আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

এতদিন পার্কিং ফি আদায়ের জন্য যে টিকিট দেওয়া হত, সেটা পার্কিংয়ের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাই ছাপিয়ে নিত। তবে এবার ওই টিকিট একমাত্র পুরনিগম ছাপবে। তাও নির্দিষ্ট দুটি রঙে। একটি রং বাইকের জন্য অন্য রং চার চাকার গাড়ির জন্য। সেই টিকিটে গাড়ি রাখার দিন-ক্ষণ সমস্ত লিপিবদ্ধ করার জায়গা থাকবে। কেউ গাড়ি রাখলে দিনক্ষণ লিখে দিতে হবে, যাতে কেউ ফি নিয়ে অভিযোগ করতে না পারে।

এজেন্সি খুঁজে দিতে বিরোধীদের কাছে আবেদন

মেগা জল প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত !

দুরন্ত প্রতিবেদন:

৫১৯ কোটি টাকার মেগা জল প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কী? তা নিয়ে খোদ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও খানিকটা অনিশ্চিত। তবে এই প্রকল্প যে ঝড়ের গতিতে হচ্ছে না, সেটা একরকম স্বীকার করেই নিয়েছেন মেয়র। জানিয়েছেন, এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে এমন সুযোগকে হাতছাড়া করতে নারাজ বিরোধীরা। তাই, হাতেগরম ইস্যু পেয়ে পুরনিগমকে খোঁচা দিতে কসুর করছেন না। জুন মাসের বোর্ড মিটিংয়ে তো পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন ভরা সভায় মেয়রকে উদ্দেশ্য করে জানিয়েছেন,'শিলিগুড়িতে জলের মেগা প্রকল্প হবে তো ? নাকি সবটাই সাজানো নাটক? নিজেরাই স্ক্রিপ্ট লিখছেন আর নিজেরাই অভিনয় করছেন? জনতার চোখে ধুলো দিচ্ছেন। তা না হলে ৫১৯ কোটি টাকার প্রকল্পের টেন্ডারে কেউ অংশ নিচ্ছে না কেন? ডাবল ইঞ্জিনের পুরনিগম হয়েও কাজ করতে পারছেন না কেন?' বিরোধী দলনেতার এমন খোঁচা ভালভাবে নেননি মেয়র। তবে তিনি বেশ ঠান্ডা মাথায় জানিয়ে দিয়েছেন,'বিরোধী দলনেতার অধিকার আছে মানুষের স্বার্থে আওয়াজ তোলা। তবে একটা জিনিস বলতে চাই, জলপ্রকল্প ম্যাটার অফ জোক নয়। এটা ডাবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিনের ব্যাপার নয়। এর সাথে ফান্ড ও প্রযুক্তিগত অনেক বিষয় যুক্ত আছে। এটা কোনও স্ক্রিপ্ট লেখা হচ্ছে না, এখানে কোনও নাটকীয় বিষয়ও নেই। আমার মনে হয়, আপনি নতুন কাউন্সিলর বলে বলছেন।' অমিত জৈনের খোঁচার

জবাবে মেয়র আরও জানান,'শিলিগুড়ির এই মেগা প্রোজেক্ট করার মতো রাজ্যে ৫-৭টাই বড় এজেন্সি আছে। এমনই খবর পেয়েছি। যারা এই কাজ করতে পারে। যে কেউ করে দিতে পারবে এমন কাজ এটা নয়। ইতিমধ্যে এই টেন্ডারের খবর পেয়েই হায়দ্রাবাদ থেকে, গুরগাঁও থেকে, মুম্বাই থেকে এজেন্সিরা এসেছে, তারা সমস্ত সাইড দেখেছে। এই সময়ের মধ্যে প্রকল্পের জন্য সেচ, বন দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের ছাড়পত্র নিয়েছি। এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।' মেয়রের বক্তব্যের মধ্যে পরিস্কার শিলিগুড়িতে যে বিশাল অঙ্কের মেগা জল প্রকল্প হতে চলেছে, তার কাজ করার মতো সংস্থা বাস্তবিকই এখানে নেই। যে কারণে পুরনিগমের জলবিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বিরোধীদের উদ্দেশে জানান,'৪ মে এই প্রকল্পের প্রথম টেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছিল। যার ক্লোজিং ডেট ছিল ১৭ জুন, ২০২৩। সেখানে কেউ অংশ নেয়নি। দ্বিতীয় টেন্ডার প্রকাশ করা হয় ২৩ জুন। ক্লোজিং ডেট রয়েছে ১৭ জুলাই। যার টেকনিক্যাল প্রোপোজাল ওপেনিং ডেট ১৯ জুলাই। আশা করছি এবারে এজেন্সিরা অংশ নেবে এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু করতে পারব। আপনাদেরও এজেন্সি অনেক জানাশোনা আছে, তাদের বলবেন অংশ নিতে।' জল প্রকল্প নিয়ে তৃণমূলের পুরবোর্ড খুব সুবিধাজনক জায়গায় যে নেই, সেটা উঠে এসেছে উভয়ের বক্তব্যে। ফলে এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগাম অনুমান করা কঠিন।

বরাদ্দ ৩ হাজার কোটি

দিল্লির মতো শিলিগুড়িতেও হতে চলেছে রিং-রোড

দুরন্ত প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি শহরের চারপাশে দিল্লির মতো রিং-রোড তৈরি হতে চলেছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজের জন্য ৩৫০০ কোটি টাকার অনুমোদনও দিয়েছে বলে দাবি করেছেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজু বিস্ত। গত বছরের নভেম্বর মাসে দেশের সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরি শিলিগুড়িতে বালাসন-সেবক রুটে ১০০০ কোটির রাস্তা নির্মাণের প্রকল্পের শিলান্যাস করতে এসে এই আভাসা দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি ভাষণে বলেছিলেন,'আজ ঘোষিত প্রকল্প ছাড়াও শিলিগুড়ির রিং রোডে ৩ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছি। আরও ৩ হাজার কোটি সেবকে দেওয়া হবে। তিস্তায় নতুন ব্রিজ হবে। টাকার অভাব নেই।' রাজু বিস্ত বলেন, এবার সেই অনুমোদন হয়ে গেছে। এখন কাজ শুরুর অপেক্ষা।

শিলিগুড়ি শহর এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে উঠেছে যে, এই শহরকে এড়িয়ে উত্তরপূর্ব ভারতে যাওয়া কঠিন। বিহারের কোনও ব্যবসায়ী অসমে যেতে চাইলে, তিনি না চাইলেও জোরপূর্বক শিলিগুড়ি শহরে ঢুকতেই হবে। আর এই কারণে শহরে যানজট চরম আকারে রয়েছে। আগামী ১০ বছর পর গাড়ি থেকে মানুষের আনাগোনা আরও বাড়বে। ফলে তখন এখানে চলাচল করা কঠিন হয়ে পর্বে। এতে করে দেশের জাতীয় সুরক্ষাও বিঘ্নিত হবে। কারণ, সিকিম পেরিয়ে চীন সীমান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এই শিলিগুড়ি শহরও পার করতে হবে। শহরের চলার পথ মসৃণ না থাকলে সেনাবাহিনীর যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সুগম হবে না। সমস্ত কিছু মাথায় রেখেই কেন্দ্রের সরকার দিল্লির পর শিলিগুড়ির চারপাশ দিয়ে রিং রোডের পরিকল্পনা করছে। সাংসদ জানান, এই রাস্তা তৈরি হলে মূল শহরে না ঢুকেও যে কেউ অনায়াসে উত্তর-পূর্ব ভারতে চলে যেতে পারবেন। ফলে শিলিগুড়ি শহর যানজট মুক্ত থাকবে। বসবাস করার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠবে।

জানতে হলে পড়তে হবে
দুরন্ত সাতদিন
এখানে লেখালেখি
কিংবা সাংবাদিকতার জন্য
যোগাযোগ করুন
e-mail : saatdin@gmail.com

মোবাইলে সোনা

দুরন্ত প্রতিবেদন :

কথায় আছে, মরা হাতির দামও নাকি লাখ টাকা। সম্প্রতি তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের দেওয়া এক তথ্য মতে নষ্ট হয়ে যাওয়া মোবাইলের দামও নেহাত কম নয়। আরও অবাক করা তথ্য হচ্ছে, মোবাইলের মধ্যে নাকি সোনার সন্ধান পাওয়া গেছে। আর সেই সোনা নিংড়ে বের করতে বিশাল কারখানাও হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গেই। কলকাতার সোনারপুরে। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এসে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেলের এক কর্মকর্তা স্বরূপ ব্রহ্ম জানিয়েছেন,'এক মিলিয়ন মোবাইল প্রক্রিয়াকরণ করে ২৪ কেজি সোনা, ৯ কেজি প্যালেডিয়াম, ২৫০ কেজি রুপা, ৯০০০ কেজি তামা সহ আরও মূল্যবান ধাতু পাওয়া সম্ভব।' আর মোবাইলের মধ্যে থেকে সেই সোনা, রুপা কিংবা প্যালেডিয়াম বের করতেই সোনারপুরে কারখানা হচ্ছে। তবে স্রেফ সোনা বের করার জন্য এই কারখানা যাতে জমে পাহাড় না হয়, এবং পরিবেশকে নষ্ট না করে তার জন্যই ই-বর্জ্য নিয়ে ব্যাপক ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, প্রশাসন ও ওয়েবেল যৌথভাবে ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছে। পঞ্চম প্রশিক্ষণ শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়েছে শিলিগুড়িতে। সেখানে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রযুক্তি উপদেষ্টা তাপস দত্ত জানান,'রাজ্যে এখন রোজ ১১৫ মেট্রিকটন ই-বর্জ্য তৈরি হয়। অথচ এই বর্জ্য হয় কোথাও জমিয়ে রাখা হয়, নতুবা ভাঙারিওয়ালার কাছে বিক্রি করা হয়। ভাঙারিওয়ালারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেসবের প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে না। ফলে তা আরও বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে উঠছে। আগামীতে যাতে মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হন এবং এই সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার জন্যই

নয়, বরং পরিবেশের দূষণ কমাতে রাজ্য সরকার এই কারখানা করতে বাধ্য হচ্ছে। উল্লেখ্য, গোটা পৃথিবীতেই এতদিনের চেনা বর্জ্যের পাশাপাশি নতুন বর্জ্য হুমকি দিচ্ছে। এতদিন আমরা বর্জ্য বলতে বুঝেছি কঠিন বর্জ্য, তরল বর্জ্য, গ্যাসীয় বর্জ্য, গৃহস্থালির বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, কৃষিজ বর্জ্য ইত্যাদি। এবারে জানতে হচ্ছে নতুন ই-বর্জ্য অর্থ্যাৎ ইলেক্ট্রনিকস বর্জ্যের কথা। যা আরও ভয়ঙ্কর চেহারা নিতে চলেছে। ফেলে দেওয়া মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ফ্রিজ, প্রিন্টারের মতো ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী আরও মহাবিপদ ডেকে আনতে চলেছে। ইতিমধ্যে এসবের প্রভাব ভালভাবেই পড়েছে। কিন্তু আগামীতে সুনামির মতো বিপদ নিয়ে আসবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই সেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে এবারে বাংলার মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিল সরকার। পাশাপাশি এই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কথা ভাবা হয়েছে। এতে সমস্যাও মিটবে আবার লাভও হবে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতার সোনারপুরে বড় ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র তো হচ্ছেই, তাছাড়াও আরও ৮টি বেসরকারি ইউনিট হচ্ছে। যেখানে রোজ ৪০০০০ টন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভব। সেমিনারে আরও একটি তথ্য জানানো হয়। তা হল, ই-বর্জ্য সংগ্রহ করার জন্য এবারে উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতেও বিশেষ 'বিন' দেওয়া হবে। আপাতত শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় অবস্থিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দপ্তরে একটি 'বিন' রাখা হয়েছে। তাপস দত্ত জানান, ধীরে ধীরে আমরা সমস্ত স্কুল কলেজ সহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিন রাখার ব্যবস্থা করব। যাতে করে মানুষ তাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জামগুলি সেই 'বিন'এ ফেলতে পারেন।

চ্যালেঞ্জ নিবি না..!

দুরন্ত প্রতিবেদন

গরিবের নির্মাণে সামান্য এদিক ওদিক হলেই ঘ্যাচাত। বুলডোজার চালিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া যায় অনায়াসেই। কিন্তু কোনও প্রভাবশালী যদি বে-আইনি নির্মাণ করেন ! সেক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেয় পুরনিগম ? সেই নির্মাণও কি সবসময় বুলডোজার নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলা হয় ! তাই যদি হয়, তবে শিলিগুড়ি প্রধাননগরের একটি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে বারংবার অভিযোগ জানানোর পরও কেন সেই বিল্ডিং বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ? কেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল (সমতল) কার্যালয়ের নাকের ডগায় বেপরোয়া ভাবে বে-আইনি নির্মাণ করলেও কেউ কিছু বলছে না ? তবে কী ট্যাঁকে টাকা থাকলে যা খুশি তাই করা যায় ? আপাতত সেই অভিযোগে উত্তাল হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের জুন মাসের অধিবেশন। সেখানে বে-আইনি বিল্ডিং নিয়ে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করেন সিপিএমের পরিষদীয় দলনেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম। অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন। মঞ্জুশ্রী পাল তো কয়েক মাস ধরে বলেই আসছেন। এ যাত্রায় আবার নতুন করে অভিযোগে সরব হয়েছেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মৌসুমী হাজরা। কিন্তু সেসবের বিরুদ্ধে অবশ্য তোড়জোর কিছু দেখা যাচ্ছে না। যদিও মেয়র গৌতম দেবও খুব একটা ভুল বলেননি। তাঁর কথায়,'শিলিগুড়িতে যেমন খুশি চলার একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। রাতারাতি কি পাল্টে দিতে পারি? তবে সদিচ্ছা আছে।' এবারে ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের সেরেনিটি অ্যাপার্টমেন্ট ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গয়ারাম বিল্ডিং নিয়ে সেই সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ কতটা দেখা যায় সেটার দিকে তাকিয়ে শিলিগুড়ি। তাতে অবশ্য বিল্ডার্সদের যায় আসছে না। তারা দিব্যি আছেন। উল্টে টলিউডের খ্যাতনামা অভিনেতা দেব এর সিনেমার গান আউড়াচ্ছেন যেন–'যারা ঘরের খোকা ঘরে যা/ যাদের আছে, এসে লড়ে যা/ যদি করার থাকে করে খা/ যাবি না শালা/ কাউকে পরোয়ানা করিয়ে/ ছাই করে দেবে পুড়িয়ে/ তার ছায়া পায়ে মাড়িয়ে/ যাবি না শালা, পালাবি না শালা/ চ্যালেঞ্জ নিবি না শালা/ চ্যালেঞ্জ.../ বাংলা কথা বুঝে নে/ হবি তাকালেই ফিনিশ/ লাগতে এলে পাবি টের/ আমি অন্য ধাতুর জিনিস/ এই বুঝে সুঝে চল, মেপে কথা বল/ যা যা ফুটে যা, আর খুটে খা/ চ্যালেঞ্জ নিবি না শালা..

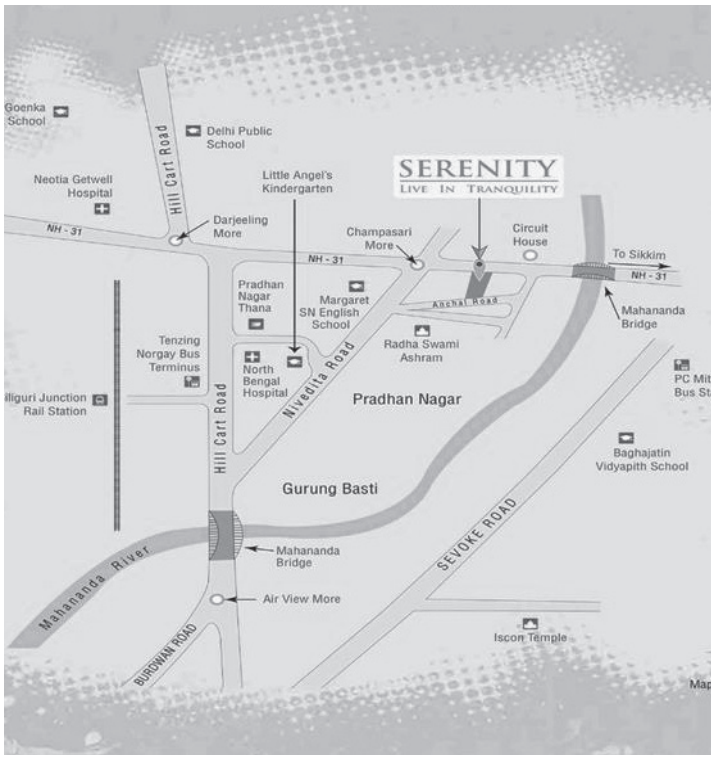

এই সেই বিতর্কিত বিল্ডিং।

প্রথম পাতার পর

বে-আইনি!

কিছু হয়নি বলে অভিযোগ। ওই বিল্ডিংয়ের ডেভেলপার এতটাই প্রভাবশালী যে, কাউকে কোনও তোয়াক্কা না করে নির্মাণের কাজ করেই চলেছেন। পুরনিগমকে কোনওরকম পরোয়াই করছে না। যে ওয়ার্ডে এই নির্মাণ চলছে, সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুন্সি নুরুল ইসলাম রীতিমত হতাশ। বলেন, 'বরো অফিস থেকে নোটশিট করে পুরনিগমে পাঠানো হলেও কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। ফলে চোখের সামনে বে-আইনি নির্মাণ হয়েই চলেছে। যার মাশুল গুনতে হবে স্থানীয়দের। এখন থেকেই সমস্যা শুরু হয়েছে।' উল্লেখ্য এই বিষয়টি নিয়ে জুন মাসের ২৮ তারিখে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে মোশন আকারে অভিযোগ তোলেন নুরুল ইসলাম।

শিলিগুড়ি চম্পাসারি মোড়ে মহানন্দা নদী মুখো দাঁড়িয়ে বাঘাযতীন কলোনীর দিকে তাকালে দুটি ১২ তলা বিল্ডিং দেখা যাবে। অভিযোগ ওই অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েই। বোর্ড মিটিংয়ে তোলা অভিযোগ অনুযায়ী, পাশ দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কের দিকে প্রবেশ দ্বার করা হবে বলে ১২ তলার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, কোনও বিল্ডিং কতটা উঁচু হতে পারে, তা নির্ভর করে প্রবেশ পথের সামনে কতটা চওড়া রাস্তা আছে। রাস্তা যত সরু হবে, বিল্ডিংও তত নীচু করতে হয়। ওই ডেভেলপার তাই ১২ তলার অনুমোদন পেতে জাতীয় সড়ককে হাতিয়ার করেন। কিন্তু অভিযোগ বিল্ডিং তৈরি হবার পর প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়েছে উল্টো দিকে সরু গলির মধ্যে। আর জাতীয় সড়কের দিকে পুরো রুদ্ধ করেই রাখা হয়েছে। ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মতে এই কাজ সম্পূর্ণ বে-আইনি। এতে করে গলিপথে যান চলাচলে যেমন সমস্যা হবে, তেমনই ৭২টি ফ্ল্যাট সহ গোটা অ্যাপার্টমেন্টের জল পেছনের নিকাশি নালায় এসে পড়লে বর্ষায় কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হবে।' শুধু তাই নয়, গোটা অ্যাপার্টমেন্টের পাঁচিলও বে-আইনি ভাবে তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নিয়মানুযায়ী ৫-৬ ফুটের বেশি উঁচু পাঁচিল করার নিয়ম নেই। সেটাও লঙ্ঘন করা হয়েছে। নুরুল ইসলাম বলেন,'একটা বিল্ডিং করার আগে এসেজেডিএ থেকে এলইউসিসি করিয়ে আনতে হয়। এরপর সেটা দেখিয়ে পুরনিগম থেকে সাইট প্ল্যান পাশ করাতে হয়। সাইট প্ল্যানে অনুমোদন দেওয়ার আগে ২১টি পয়েন্ট খতিয়ে দেখতে হয় পুরনিগমকে। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, পুরনিগম সেসব কিছু না দেখেই বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করছে। যার জেরে একদিন ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হবে শহরে।' মেয়র গৌতম দেব তাঁর জবাবি ভাষণের সময় বলেছেন,'৪৫ নম্বরের ওই বিল্ডিং আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। ওটা আমাদের বোর্ডের সময় অনুমতি পায়নি। গঙ্গোত্রী দত্ত মেয়র থাকাকালীন হয়েছে। আপনারাই তখন চালিকাশক্তি ছিলেন। জাতীয় সড়ক দেখিয়ে যে প্ল্যান সেটা আমরা পাশ করিনি। তবে আমি নিশ্চিতভাবে বিষয়টি দেখব। জাতীয় সড়কের দিকে এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রে কী অসুবিধা হচ্ছে সেটা দেখব।

জাতীয় সড়কের দিকে আবাসনের সম্মুখভাগ হবে দেখিয়ে বিল্ডিং প্ল্যান পাস করানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে আবাসনের প্রবেশদ্বার করা হয়েছে উল্টো দিকে গলির ভেতরে। অভিযোগ এটা সম্পূর্ণ বেআইনি।

আবাসনের চারদিকের প্রাচীর অনেক উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছে। পুরনিগমের নিয়ম অনুযায়ী প্রাচীর ৫-৬ ফুটের বেশি করা যায় না। ফলে এখানেও নিয়ম ভাঙ্গা হয়েছে বলে অভিযোগ।

অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নিয়েই আবাসনের মধ্যে আবাসিকদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা পুরোপুরি বেআইনি।

টেক টক

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ এডিট

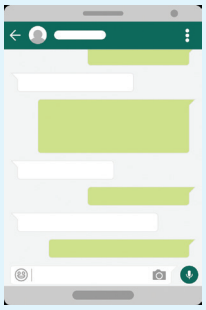

হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ মেটা গ্রাহকের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন ফিচার বাজারে নিয়ে এসেছে। এর ফলে কাউকে মেসেজ পাঠানোর পর ১৫ মিনিটের মধ্যে চাইলে সেটা এডিটের সুযোগ পাবেন। সম্প্রতি মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জুকারবার্গ এক ব্লগ-পোস্টে এই ঘোষণা করেছেন। হোয়াটসঅ্যাপ মেটার একটি মেসেজিং অ্যাপ। এ বিষয়ে এক ফেসবুক পোস্টে মার্ক জুকারবার্গ বলেছেন,'কোনও ব্যবহারকারী মেসেজ পাঠানোর ১৫ মিনিটের মধ্যে এডিট বা পরিবর্তন করার সুযোগ পাবেন।' ধীরে ধীরে সব ব্যবহারকারীই এই সুবিধা পেয়ে যাবেন। উল্লেখ্য, মেসেজ এডিট করার জন্য পাঠানো ম্যাসেজটির ওপর চাপ দিয়ে ধরতে হবে এবং এডিট অপশন বাছাই করতে হবে। এডিট করার পর মেসেজটির পাশে এডিটেড নামে একটি ট্যাগ থাকবে।

এতদিন ভুল বার্তা গেলে বার্তা প্রেরককে সেই বার্তাটি পুরোপুরি মুছে ফেলতে হত কিংবা আরেকটি নতুন বার্তা লিখতে হত। এখন আর সেসবের প্রয়োজন থাকছে না।

মনিটাইজেশনে শর্ত শিথিল

ইউটিউব মনিটাইজেশনে শর্ত শিথিল হচ্ছে। ইউটিউব পার্টনার প্রোগ্রামের (ওয়াইপিপি) অধীনে মনিটাইজেশনের শর্ত শিথিল করছে ইউটিউব। এখন থেকে চ্যানেলে ৫০০ সাবস্ক্রাইবার, গত এক বছরে ৩ হাজার ঘণ্টা ওয়াচটাইম ও আগের ৯০ দিনে তিনটি ভিডিও আপলোড করা থাকলেই মনিটাইজেশনের জন্য আবেদন করা যাবে। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বাস্তবায়ন হবে নীতি।

সূত্র: টেকক্রাঞ্চ

টেলিগ্রামেও স্টোরি

চ্যাট কিংবা সিনেমা ডাউনলোডের মতো অপশনের কারণে টেলিগ্রামের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছে। ব্যবহারকারীদের মধ্যে আকর্ষণ বাড়াতে আরও নানারকম ফিচার নিয়ে আসছে টেলিগ্রাম। এবার টেলিগ্রামেও স্টোরি দেয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। এর জন্য অবশ্য আরও একমাস ব্যবহারকারীদের অপেক্ষা করতে হবে। টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পাভেল দুরভ বলেন, আমরা অতি শিগগিরই নতুন একটি ফিচার নিয়ে আসছি। যার নাম স্টোরি ফিচার। অর্থ্যাৎ এবার হোয়াটসঅ্যাপের মতো স্টোরি টেলিগ্রামেও দেওয়া যাবে।

তবে শুধু স্টোরি দেওয়াই নয়, নতুন পদ্ধতিতে হাইড অপশনও থাকবে। চাইলে নির্দিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গেও স্টোরি শেয়ার করা যাবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই ফিচার যোগ হলে টেলিগ্রাম ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়বে।

বড় হবে বাগডোগরা বিমানবন্দর

বরাদ্দ ৩০০০ কোটি টাকা

শ্রুতি সরকার

আগামী ৫০ বছরের কথা মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক মানে ঢেলে সাজানো হবে বাগডোগরা বিমানবন্দরকে। তৈরি হবে নতুন করে অত্যাধুনিক আরও একটি টার্মিনাল। সেখান থেকে আন্তর্জাতিক উড়ান যাতায়াত করবে রোজ। ফলে শিলিগুড়ি থেকেই গোটা বিশ্বে যাতায়াতের সুযোগ খুলে যেতে চলেছে। বিশাল এলাকা নিয়ে নতুন রূপের এই বিমানবন্দরের জন্য কেন্দ্র ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। জুন মাসেই এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে এই খবর জানতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা বাগডোগরা বিমানবন্দর অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান রাজু বিস্ত। অন্যদিকে প্রয়োজনের স্বার্থেই যে বাগডোগরা বিমানবন্দরকে উন্নীত করা প্রয়োজন, সেটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বারেবারে বলেছেন। তিনিও এই বিমানবন্দরের উন্নতিসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন। বিমানবন্দরের পরিসর বাড়ানোর জন্য তিনিই ১০৬ একর জমির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যাতে সেখানে নতুন টার্মিনাল গড়ে তোলা যায়। গতমাসের শেষ সপ্তাহে রাজু বিস্ত জানিয়েছেন,'৩০০০ কোটি টাকায় বাগডোগরায় আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রথমে বাজেট ছিল ১৫০০ কোটি টাকা। পরে সেটা বাড়িয়ে ১৮০০ কোটি করা হয়। কিন্তু জুন মাসের শুরুর দিকে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পেরেছি, বরাদ্দ ৩০০০ কোটি টাকায় বাড়ানো হয়েছে। এমনভাবে বিমানবন্দরের নকশা করা হচ্ছে যাতে আগামী ৫০ বছরে সেখানে কিছু কাজ করার প্রয়োজন না হয়।' সাংসদ জানান, ইতিমধ্যে বিমানবন্দরে প্রাচীরের কাজ শুরু হয়েছে। আরও জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে করা বিমানবন্দরের নকশা বাতিল করে নতুন নকশা তৈরি করা হয়েছে।

চলবে আন্তর্জাতিক বিমান
তৈরি হবে অত্যাধুনিক টার্মিনাল
শুরু প্রাচীর নির্মাণের কাজ

সবটাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যে কারণে কাজ কিছুদিন পিছিয়েও গেছে বলে জানান সাংসদ। প্রথমদিকে 'এএআই' সূত্রে জানা গিয়েছিল উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলের সংস্কৃতিকে বিমানবন্দরের নির্মাণ কাজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হবে। পাশাপাশি এই বিমানবন্দরটিকে 'গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর' হিসাবেই গড়ার পরিকল্পনা ছিল বলে জানা গেছে। তবে নতুন নকশায় কী পরিবর্তন এসেছে সেটি অবশ্য এখনও জানা সম্ভব হয়নি। মনে করা হচ্ছে এই বিমানবন্দরের কাজ শেষ হলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসার আরও শ্রীবৃদ্ধি হবে। বাড়বে বিদেশী পর্যটকদের আনাগোনা।

বাগডোগরা বিমানবন্দর।

ক্যান্সারের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এখন উত্তরবঙ্গে

পেট সিটি স্ক্যান মেশিন

দুরন্ত প্রতিবেদন : ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য কলকাতা কিংবা ভিন্ রাজ্যে যাবার দিন শেষ। এখন থেকে ক্যান্সারের অত্যাধুনিক চিকিৎসা হতে চলেছে এই উত্তরবঙ্গেই। এমনকি নেপাল ও সিকিমের মানুষকেও আর হয়রানি হতে হবে না। উন্নত চিকিৎসার যাবতীয় পরিকাঠামো নিয়ে এবার শিলিগুড়িতেই পথচলা শুরু করল 'হোপ অ্যান্ড হিল ক্যান্সার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'। যেখানে নিয়ে আসা হয়েছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। যার মাধ্যমে আরও নিখুঁত ভাবে ক্যান্সার নির্ণয় করা সম্ভব।

ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ ইতিমধ্যে গোটা উত্তরবঙ্গে বিশেষ পরিচিতি তৈরি করতে পেরেছেন। শিলিগুড়ি নার্সিং হোমেই তিনি টানা ক্যান্সারের চিকিৎসা করে প্রচুর মানুষকে সুস্থতার পথে ফিরিয়ে এনেছেন। ক্যান্সার মানেই যে মৃত্যু, এই ধারণাকে ভ্রান্ত করে তিনি অনেক রোগীকে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন, উত্তরবঙ্গের মানুষকে আরও উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে। সেকারণেই তিনি দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়ি জটিয়াকালিতে স্থাপন করেছেন আধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র। ২০২৩ সালের ৯ জুলাইতে যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। এই চিকিৎসা কেন্দ্রে অত্যাধুনিক সব মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে। যার মাধ্যমে শরীরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষের ছবি তুলে আনা সম্ভব হবে। হাসপাতালের নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ ইজহার আলি বলেন,'ক্যান্সারের প্রতিটি স্টেজে এই স্ক্যান মেশিনের সাহায্য প্রয়োজন হয়।' শুধু তাই নয়, এখানে ক্যান্সার চিকিৎসার একঝাঁক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে আসা হয়েছে। যারা আপনাকে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দিতে বদ্ধ পরিকর। নতুন এই হাসপাতাল ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত তৈরি করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

টিম হোপ অ্যান্ড হিল ক্যান্সার হসপিটাল

শুভ উদ্বোধন: আজ, রবিবার: ০৯ জুলাই, ২০২৩, সকাল ৯টা থেকে

হোপ অ্যান্ড হিল

ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার

উত্তরবঙ্গের প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যানসার হাসপাতাল

সম্মানীয় উদ্বোধক

Mr. Gautam Deb (Mayor, Siliguri)

Swami Shivapradananda
(Secretary Maharaj, Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia)

Mr. Sakti Prasad Mishra
(Ex Teacher, Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia)

Mr. Swapan Bandyopadhyay
(Ex Teacher, Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia)

উত্তরবঙ্গে সবথেকে উন্নতমানের রেডিওথেরাপি মেশিন
HALCYON E

উত্তরবঙ্গে প্রথমবার
GE THREE RING
PET CT

আপনাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিষেবা দিতে সর্বদা তৎপর আমাদের বিশেষজ্ঞ টিম

Dr. Kalpana Roy Ghosh
Consultant Clinical Pathologist

Dr. Saptarshi Ghosh
Clinical Oncology Consultant, MD, FRCR, MRCP

Dr. Sreyashi Sarkar
Consultant Oncopathologist

Dr. Sudip Haldar
Consultant Oncosurgeon

Dr. Priyadarshan Kumar
Consultant Head & Neck Oncosurgeon

Dr. Joyshree Panda
Consultant Oncopathologist

Dr. Chandan Kumar
Consultant Radiologist

Dr. Arun Sekhar
Radiation Oncologist

Dr. Sourav Jha
Radiation Oncologist

Dr. Nishana Paul
Radiation Oncologist

উত্তরবঙ্গে প্রথমবার **PET CT** হচ্ছে। এখন হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হাসপাতাল এবং রিসার্চ সেন্টার, জটিয়াকালি, ফুলবাড়িতে।
বুকিং এবং তথ্যগ্রহণ করার জন্য কল করুন ঃ 7811887425

8617787387 6289091925
8106572241 9474877144

জটিয়াকালি, ফুলবাড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি

এক মুখ্যমন্ত্রী জায়গা দিয়েছেন আরেক মুখ্যমন্ত্রী মালিকানা দিন

বিধান মার্কেটে মানববন্ধন।

দুরন্ত প্রতিবেদন: ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা উদ্বাস্তুদের ব্যবসার জন্য জমি দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। যে মার্কেট এখন বিধান মার্কেট হিসেবে প্রসিদ্ধ। তবে আক্ষেপের কথা হল, জমি পেলেও তার মালিকানা মেলেনি বিগত ৬২ বছরেও। শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির আশা, এক মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় ব্যবসার জমি দিয়েছিলেন। আর আরেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেন জমির মালিকানার কাগজ হাতে তুলে দেন। এই আশা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাপী সাহাও। তবে বিনা লড়াইয়ে এই মালিকানা যে পাওয়া যাবে না, সেটাও ঠিক আঁচ করতে পেরেছেন তাঁরা। তাই ৬২ বছর পর এবারে ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে নেমে পড়েছেন কোমড় বেঁধে। কখনও শহরের বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন আদায় করতে সভা করছেন, তো কখনও শহরের সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠনকে একজোট করার চেষ্টা করছেন। আবার ব্যবসায়ীদের চাঙ্গা রাখতে ধারাবাহিক কর্মসূচি নিচ্ছে কমিটি। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিবসে মানববন্ধন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। সেখানে প্রতিটি ব্যবসায়ী পথে নেমে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। এভাবে কখনও মৌন মিছিল, কখনও শহরের মেয়রের কাছে দাবি পেশ, কখনও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে বিস্তারিত জানানোর কাজ করে চলেছেন। তবে ব্যবসায়ীরা যে শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, সেই বার্তা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য সমাজসেবার কাজও সমান্তরাল গতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। ১ জুলাই মার্কেটে যেমন চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছিলেন, তেমনি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গিয়ে অন্তত ২৫০ রোগীকে ফলমূল বিতড়ন করেছেন। বিধান রায়ের জন্মদিনে হাজির করিয়েছেন প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য, বিজেপি বিধায়ক তথা দার্জিলিং জেলা বিজেপির সভাপতি আনন্দময় বর্মণ ও শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র তথা তৃণমূল নেতা রঞ্জন সরকারকে। এভাবে সব দলের নেতাদের এক মঞ্চে নিয়ে এসে তাদের দাবিদাওয়ার কথা জানানোর মধ্যেও যে সফলতার অনেকটা কাছাকাছি যাওয়া যায়, সেটাও অনুধাবন করেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের ইচ্ছে, একদিন গোটা শিলিগুড়ি চিৎকার করে বলবে ব্যবসায়ীদের প্রাপ্য অধিকার মিটিয়ে দাও।

বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বৈঠক।

ব্যবসায়ীদের চ্যালেঞ্জ আন্দোলনের আলো

কবিতা অধিকারী

আন্দোলন মানে সর্বদাই ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা। আর এই চ্যালেঞ্জ করা সহজ কাজ নয়। ইতিহাসে এমন বহু আন্দোলন আছে, যা যুগ যুগ ধরে চর্চিত হয়ে আসছে। একটা আন্দোলন সংগঠিত করে সেটাকে সঠিক পথে বয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ সেই কাজটি নিপুণ ভাবে করে চলেছে শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। শুরুতে ব্যবসায়ীদের এই আন্দোলনকে শহরের অন্য আরও অনেক আন্দোলনের মতো মনে হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে। যেভাবে সংযম ও বুদ্ধিমত্ত্বার

সঙ্গে আন্দোলনটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটা বহুদিন শিলিগুড়ি শহর দেখেনি। কোনও উগ্রতা নেই, অথচ চোখে চোখ রেখে দাবি জানানোর স্পর্ধা আছে। প্রথমে শহরের অরাজনৈতিক মহলকে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে অত্যন্ত নিপুনতায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থন আদায় করে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি নানান সামাজিক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখে শহরে নিজেদের গ্রহনযোগ্যতা এমন জায়গায় নিয়ে যাবার প্রয়াস চলছে, যাতে এই আন্দোলনের সঙ্গে সর্বস্তরের নাগরিকরাও জড়িয়ে যান। হতে পারে এই আন্দোলন সার্থক হল না, কিন্তু আন্দোলনের যে পথ বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি তৈরি করছে, তা শহরের আরও অনেক আন্দোলনকে আলো দেখাবে। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি একটাই দাবি নিয়ে এগিয়ে চলেছে–'মালিকানা চাই'। এই দাবির মধ্যে কোনও ভুল নেই। ৬২ বছর ধরে যে জমিতে বংশপরম্পরায় ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা, সেই জমি কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তবে যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে মার্কেটের উন্নয়ন জরুরী। এই উন্নয়ন সরকারিভাবে হওয়াই শ্রেয়। সেটা সরকার করতে না পারলে ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিতে দোষ কোথায় ! ফলে বিধান মার্কেট নিয়ে সরকারকে একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভৌগলিক কারণেই এই শহর খুব দ্রুত বদলে যেতে চলেছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) ২০৪৫ সালের কথা মাথায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে। শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়ন করবে আর সেই মানচিত্রে বিধান মার্কেট থাকবে না, তেমনটা হলে নিশ্চিত যে এসজেডিএ'র ভিশন-২০৪৫ খাতার মধ্যেই পড়ে থাকবে।

সাত বছরে ২০৭ কোটির বেচাকেনা

রেকর্ডের অপেক্ষায় বেঙ্গল ট্রাভেল মার্ট

দুরন্ত প্রতিবেদন:

সেপ্টেম্বর মাসে ফের বসছে পর্যটনের মেলা। সপ্তম বেঙ্গল ট্রাভেল মার্ট (বিটিএম)। ২০১৬ সাল থেকে এই অভিনব মেলার আয়োজন করে আসছে ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া)। ইতিমধ্যে ৬ বার এই মার্ট হয়ে গেছে। আয়োজক সংস্থার তরফে দেবাশিস চক্রবর্তী একটি হিসেব দিয়ে জানিয়েছেন,'এই মার্টের মাধ্যমে বিগত ৬ বছরে প্রায় ২০৭ কোটি টাকার ব্যবসা করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটন নিয়ে মানুষের আগ্রহও বহুগুণ বেড়েছে। পরিস্থিতি যেখানে দাঁড়িয়েছে, তাতে আমরা প্রত্যাশা করছি, এবারের বিটিএমের ব্যবসা বিগত সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেবে।'

এতোয়ার সম্পাদক সন্দীপন ঘোষ জানান,'আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই মার্ট চলবে। যেখানে ১৫০'র বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের পর্যটন ব্যবসায়ী হাজির থাকবেন। সেইসঙ্গে প্রচুর হোটেল কর্তৃপক্ষ থাকবে মার্টে। যোগ দেবে নেপাল টুরিজম বোর্ড, নেপাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস এজেন্টস (নাটা), ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ, অ্যাসোসিয়েশন অফ ডোমেস্টিক ট্যুর অপারেটরস অফ ইন্ডিয়া। এবারের মার্টে গ্রামীণ পর্যটন, অ্যাডভেঞ্চার ও চা পর্যটন নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা হবে। যাতে করে এইসব ক্ষেত্রে বাইরের পর্যটকদের আরও বেশি আকর্ষিত করা যায়।' ১৯ জুন শিলিগুড়ি উত্তরায়ণ উপনগরীর একটি অভিজাত হোটেলে দার্জিলিং লোকসভার সাংসদ রাজু বিস্ত ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপস্থিতিতে সপ্তম ট্রাভেল মার্টের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। এখানে নেপাল টুরিজম বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার সূর্য থাপালি দাবি রাখেন যাতে নেপালের পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত বিদেশীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং বিকল্প অভিবাসন কেন্দ্র হিসেবে পশুপতি সীমান্ত খোলার বিষয়ে ভাবা হয়। সাংসদ এই বিষয়ে কেন্দ্রের সরকারের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি জানান, নেপাল ও ভারতের মানুষের সুবিধার কথা ভাবার ক্ষেত্রে যাতে তৃতীয় কেউ সুবিধা নেবার সুযোগ না পায় সেটাও ভাবনার মধ্যে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এতোয়ার সভাপতি দেবাশিস মৈত্র জানান,'মার্টে পর্যটন ব্যবসার পাশাপাশি পর্যটনে অবদানের জন্য অনেককে স্বীকৃতিও জানানো হবে।'

সাংসদ রাজু বিস্ত।

পর্যটনে বিপুল সম্ভাবনা, ইঙ্গিত বিস্তের

দুরন্ত প্রতিবেদন:

ইস্টার্ন হিমালয়ান অঞ্চলে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজু বিস্ত। বললেন,'এই এলাকা পর্যটকদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। এটা পর্যটনের বড় হাব। ভবিষ্যতে এখানকার পর্যটন ব্যবসা আরও বাড়বে। এর ইঙ্গিত আগে থেকেই দিচ্ছি। দেশের প্রায় আড়াই থেকে ৩ কোটি মানুষ প্রতিবছর বিদেশে ঘুরতে যায়। কোভিডের পর সেই ভ্রমণে পরিবর্তন এসেছে। এখন বিদেশ নয়, স্বদেশে নতুন নতুন গন্তব্য খুঁজছে। যেখানে গিয়ে একটু অবকাশে থাকতে পারেন তারা।' তিনি জানান,'অ্যাডভেঞ্চার, বাইকিং, ট্রেকিং, র‍্যাফটিং

সহ বায়োডাইভার্সিটি বলতে যা বোঝায় সব আছে এই এলাকায়। আমার সৌভাগ্য এমন সম্ভাবনাময় এলাকার সাংসদ আমি। ৪ দেশের সীমান্তে অবস্থিত। ভারতে যখন ৫০ কিমি অন্তর নতুন ভাষার হদিশ মেলে, উত্তরবঙ্গে সেখানে ২০ কিমি অন্তর ভাষা বদলে যায়। অথচ এত অনৈক্যের মধ্যে একতা এলাকার বিশেষত্ব হয়েই আছে। ১৮৫০ সালে তৈরি ভারতের প্রথম পুরসভা দার্জিলিং, চা শিল্প এখানেই প্রথম এসেছে। বাংলায় প্রথম বিদ্যুৎ এই দার্জিলিঙেই এসেছে। এত বিশষত্ব। যার প্রচার ও সচেতনতার দরকার। এই ক্ষেত্রকে বাড়াতে যোগাযোগ ও পরিকাঠামো বাড়ানো দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় সেই কাজ হয়নি। তবে সাসংদ হিসেবে যে কাজ হাতে নিয়েছি,

পর্যটককে আকর্ষণ করার মতো অনেক কিছু এখানে নেই। অন্য এমন দেশ আছে, সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে কিছু নেই। কৃত্রিমভাবে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছে। এত উন্নতমানের গন্তব্য তৈরি করতে হবে যাতে পর্যটক এসে টাকা সব খরচ করে যায়।' এরপরেই তিনি সাংসদ এলাকায় নেওয়া কাজের কথা বলেন। জানান,'এত কাজ হতে চলেছে, যাতে করে এখানকার মানচিত্র বদলে যাবে। হোম স্টে প্রচুর হচ্ছ, তবে যে কেউ যা ইচ্ছে করলে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নইলে বাজে প্রচার হবে। একটু পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়ন ও নজরদারি রাখলে পর্যটনে অনেককে ছাড়িয়ে যেতে পারে উত্তরবঙ্গের পাহাড়-সমতল।

সেবক মোড়ে গয়ারাম বিল্ডিং।

প্রথম পাতার পর

সেবক মোড়ে অবৈধ নির্মাণ

অনিয়মের কথা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি জানিয়েছেন,‘গয়ারাম বিল্ডিং নিয়ে আমি বলতে পারি। ওই বিল্ডিং দেখা হয়েছে। এটা কমার্শিয়াল বিল্ডিং। সেই কে এন চ্যাটার্জির সময় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হয়েছে। কিন্তু সেটা ওরা রিভাইসড করতে গেলে প্রচুর নিয়ম কানুনের পরিবর্তন করতে হবে। আমরা বলেছি, সেই নিয়ম কানুনের পরিবর্তন করে আপনারা আসুন। না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও ছাড় দেওয়ার প্রশ্ন নেই।’ অর্থ্যাৎ মেয়রের কথাতেই পরিস্কার রিভাইসড প্ল্যান না করিয়েই দিব্যি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বিরোধী দলে থাকা সিপিএমের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন মেয়র মুন্সি নুরুল ইসলাম জানান,‘একটা বিল্ডিংয়ের প্ল্যান পরিবর্তন না করে ইচ্ছেমতো স্ট্রাকচার পাল্টে দেওয়া যায় না। অথচ দিনের বেলায় সকলের চোখের সামনে রীতিমত পিলার তুলে গোটা একটা বিল্ডিং নতুন ভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। কোন্ সাহসে এতটা ধৃষ্টতা দেখাতে পারেন তারা!’ বিরোধীদের অভিযোগ, দূরে কোথাও চোখের অলক্ষ্যে হলে তবুও মেনে নেওয়া যেত যে পুরবোর্ড জানতে পারেনি। কিন্তু এই নির্মাণকাজ এমন জায়গায় হচ্ছে, যার প্রায় গা ঘেঁষে রয়েছে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়। যেখানে দলের জেলা সভাপতি থেকে জেলা কমিটির সব স্তরের লোকজন নিত্য যাতায়াত করেন। অভিযোগ, এত মানুষের চোখের সামনে এভাবে বে-আইনি নির্মাণ করার সাহস কে জোগাচ্ছে? মেয়র সাবধান করেছেন বটে, তবে ব্যবস্থা নেবার আগেই যদি বিল্ডিং তৈরি হয়ে যায়, তাহলে সেটা ভাঙার স্পর্ধা কি কেউ দেখাতে পারবে আর ?

ভিশন-২০৪৫

শিলিগুড়ি শহরকে আধুনিক রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা, নকশা প্রকাশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত প্রতিবেদন

ভৌগলিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হয়ে উঠেছে শিলিগুড়ি। নিজস্ব ছন্দেই তাই এই শহর দ্রুতগতিতে বাড়ছে। শিলিগুড়ির শহরতলিতে নগরায়ন হচ্ছে দ্রুতহারে। পঞ্চায়েত এলাকা হলেও পুরো শহরের রূপ নিয়ে নিয়েছে মাটিগারা, শিবমন্দির, বাগডোগরা, দেবীডাঙা, চম্পাসারি, ফুলবাড়ি, ডাবগ্রাম সহ পুরো ইস্টার্ন বাইপাস। ফলে অনেকদিন থেকেই ‘বৃহত্তর শিলিগুড়ি’র পরিকল্পনা চলছিল। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে শিলিগুড়ি শহরের পরিসীমা বাড়ানোর প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে নবান্নে। অর্থ্যাৎ আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই শহরের ছবিটা যে বদলে যাবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নগরায়নকে যদি পরিকল্পিত রূপ না দেওয়া যায়, তবে আগামীতে এই শহর বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। তাই এবারে

২০৪৫ সালে শিলিগুড়ি কেমন হতে পারে, সেটা মাথায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে আলোচনা শুরু হল। বুধবার সেই পরিকল্পনা বৈঠকে বিশ্বখ্যাত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ডেলোয়েটের প্রতিনিধি দেবাশিস বিশ্বাস, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী সহ এসজেডিএ’র ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, সদস্য পরিমল মিত্র, রঞ্জন শীল শর্মা থেকে দপ্তরের আধিকারিকরা সবাই। মেয়র এই বিষয়ে নিজে কোনও মন্তব্য না করলেও সৌরভ চক্রবর্তী জানান,‘এই শহরের যানজট সমস্যা থেকে বিকল্প প্রবেশ পথ নিয়ে সমস্যা রয়েছে। কীভাবে এসব কাটিয়ে একটা সুন্দর শহর গড়ে তোলা যায়, তাই নিয়েই আলোচনা হয়েছে।‘ দিলীপ দুগার ও পরিমল মিত্র জানান,‘আমরা চাইছি ২০৪৫ সালের শিলিগুড়ি নিয়ে এখন থেকেই পরিকল্পনা করতে। নকশা হয়ে গেলে, সেই অনুযায়ী কাজ হবে। কোথায় আবাসিক এলাকা, কোথায় গ্রিনফিল্ড, কোথায় বাণিজ্যিক কেন্দ্র তৈরি হবে, সেসব নিয়েই মূলত প্রাথমিক আলোচনা হয়। যাতে করে শহরের যানজট, নিকাশি সমস্যা থেকে সমস্ত সমস্যা দূর করে একটা আদর্শ শহর তৈরি করা যায়।’ ডেলোয়েটের তরফে কোনও মন্তব্য না করা হলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তারা যেমন রাজারহাট গড়ার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও পরামর্শ দিয়েছেন, এখানেও সেটাই করবেন। জানানো হয়েছে, শিলিগুড়িতে নতুন কিছু করার জায়গা না থাকলেও শহরকে উচ্চতায় বাড়ানো, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তবে সবটাই ভাবা হবে এই শহরকে পুরোপুরি বুঝে নেবার পর।’ এসজেডিএ’র তরফে জানানো হয়েছে, শহরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে চূড়ান্ত নকশা তৈরি হলে সেটা প্রকাশ করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

দামামা'র সুবর্ণজয়ন্তী নাট্যোৎসব

'দামামা' নাট্যগোষ্ঠীর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের শেষ পর্বের নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল ৪ জুলাই থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে। শেষ পর্বে ৪টি নাটক মাতিয়ে দিয়েছে। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে কিছু তরুণের হাত ধরে দামামা'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সূচনা হয়েছিল ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে নাটক মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে। সেদিনের নাটকে অভিনয় করেছিলেন পার্থ চৌধুরি, বিপুল দাস, পরিতোষ ঘোষ, তরুণ রায়, সুশান্ত ঘোষ, মন্টু দে, জগদীশ কর, প্রদীপ ভট্টাচার্য, দুর্জয় বিশ্বাস, স্বপন সরকার সহ অনেকে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক নাট্যচর্চা একটা ইতিহাস। এবছর দামামা'র ৫০ বছর। তাই গোটা বছরটিকেই নাটকের মধ্যে দিয়ে উদযাপন করা হয়েছে। চলতি মাসে ছিল শেষপর্বের অনুষ্ঠান। সেখানে শিলিগুড়ির দামামা প্রযোজিত পার্থ চৌধুরি নির্দেশিত 'সুইসাইড' ও 'ব্রেকিং নিউজ', কোচবিহারের কম্পাস প্রযোজিত দেবব্রত আচার্য্য নির্দেশিত 'না মানুষি জমিন' এবং জলপাইগুড়ি কলাকুশলী প্রযোজিত তমোজিৎ রায় নির্দেশিত 'গণশা রে' নাটকগুলি প্রদর্শিত হয়। প্রত্যেকটি নাটক দর্শকের মন ছুঁয়ে হৃদয় মথিত করেছে। কুশীলবদের সকলের অভিনয় দাগ কেটেছে। আলো-আবহ-মঞ্চ সবেতেই ছিল নান্দনিকতা।

জুঁইয়ের গন্ধমাখা 'বোধন'

অভিশ্রুতি সরকার

চারপাশ এখন নীচতা, শঠতা আর কটু গন্ধে ভরা। তারই মাঝে এতটুকু সুবাস মনকে আকুল করে। তেমনি এক সুবাসিত মন ভাল করা উপহার পেল শহর শিলিগুড়ি। একেবারে জুঁই ফুলের গন্ধমাখা অপ্রত্যাশিত পাওয়া। পথচলা শুরু করল নতুন এক সংস্থা 'বোধন'। সমাজের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষকে অধিকার ও মর্যাদা পাইয়ে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হল নবযাত্রা। শিলিগুড়ির অতি পরিচিত লেখক, কবি তথা সম্পাদক শুভময় সরকার গর্বিত ভঙ্গিতে লিখলেন,'শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হয়ে আজ অহংকারী হয়ে উঠতেই পারি, কারণ এই শহরেই আজ বোধন নামক সংস্থার পথ চলা শুরু হল। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র এই বোধন। নেহাতই করুণার দৃষ্টিতে দেখা বা সাহায্য নয়, এই সব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের প্রতিভার একটি পরিসর তৈরি হল এবং সাম্মানিক প্রদানের মাধ্যমেই। মুগ্ধ হলাম এই সব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের নানাবিধ প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।'

সংস্কৃতিকর্মী জুঁই ভট্টাচার্য শিলিগুড়িতে সঞ্চালক ও বাচিক শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং অতি পরিচিত। তাঁর সঞ্চালনায় এতদিন মুগ্ধ হয়েছে শহরবাসী। কিন্তু মানুষটির হৃদয়কোণে সঞ্চিত করে রাখা মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসার ছবি খুঁজে পেলেন ৩০ জুন। শিলিগুড়ির চন্ডাল বুকসে।

সেখানেই শহরের বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের নাচ, গান, আবৃত্তির কোলাজ নিয়ে আয়োজন করা হয় অসম্ভব সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের। সেখানে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল,

বন্ধুর পথ পেরোবে বন্ধু-হাত ধরে
বোধন

মেডিক্যাল কলেজের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত, হোটেল ডলি প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার বাবলা ঘোষ, পরিবেশপ্রেমী সুজিত রাহা, লেখক কৌশিক জোয়ারদার, শিল্পী মৌসুমী দাশগুপ্ত, দীপক দাস, তাপস দাস, ডাঃ শেখর চক্রবর্তী, ডাঃ ধ্রুপদ রায়, ডাঃ পার্থপ্রতীম পান সহ শহরের নামী অনামী বহু মানুষ। আর এই অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জিষ্ণু, কৃষ্ণা, পূজা, দীপঙ্কর, কাকলি, নিবেদিতা, উদয়, নিত্যানন্দ, ঋদ্ধিমা, দেবশ্রীদের মঞ্চায়নে নতুন দিগন্ত রচিত হল। জুঁই ভট্টাচার্য জানালেন,'এখনও সমাজের কাছে অবহেলিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা। সম মর্যাদা তাদের কাছে চাঁদ পাবার সামিল। আমি চাই অন্তত ওদের করুণার চোখে কেউ না দেখুক। ওদের প্রতিভাকে সম্মান জানাক। যাতে করে ওরাও মানসিকভাবে শক্ত হয়ে বেনে উঠতে পারে। ওদের অধিকার ও মর্যাদা পাইয়ে দেবার শপথ নিয়ে বোধন শুরু করলাম।'

মুখ্যমন্ত্রী যেখানে চুমুক দিয়েছিলেন চা'য়ে

‘ক্যাফে হাউস’ এবার সুকনায়

দুরন্ত প্রতিবেদন: ‘দার্জিলিঙে একটি কফি হাউস উদ্বোধন করতে পেরে আমি আনন্দিত! কফি হাউস বাংলার সকলের কাছে একটি আবেগ। নানা কারণে আমাদের হৃদয়ে সবসময় এটা বিশেষ স্থান ধরে রাখবে। দার্জিলিং ভ্রমণকারী সকলকে বলছি, আসুন এই সুন্দর জায়গা উপভোগ করুন এবং সুখস্মৃতি তৈরি করুন !’– ২০২২ সালের ১২ জুলাই দার্জিলিঙে ‘ক্যাফে হাউস’ উদ্বোধন করার পর নিজের ফেসবুক পেজে ওপরের কথাগুলি লিখেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুখ্যমন্ত্রীর এতটাই ভাল লেগেছিল যে, ১৩ জুলাই ফের ওই ক্যাফেতে যান। দার্জিলিং চায়ে চুমুক দেন আর মেতে ওঠেন গানে। আর তারই রেশ ধরে দার্জিলিঙের শতাব্দী প্রাচীন গ্লেনারিজ এবং কেভেন্টারসের পাশে অনায়াসে নাম লিখিয়ে নেয় ‘ক্যাফে হাউস দার্জিলিং’। আর এবার সেই নামজাদা ক্যাফে হাউসের দ্বিতীয় ঠিকানা হয়ে উঠল পাহাড় পাদদেশের চা-বাগান ঘেরা সুকনায়। একেবারে শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে। শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এসআইটি) কলেজে প্রবেশের মুখে। ২৮ জুন ‘ক্যাফে হাউস সুকনা’র উদ্বোধন করেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ডিরেক্টর দেবদূত রায় চৌধুরি। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (এসআইটি) অধ্যক্ষ ড. মিঠুন চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টরা। ক্যাফে হাউস দার্জিলিঙের উদ্বোধনের দিন হাজির ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যম রায়চৌধুরি নিজেই। ছিলেন অভিনেতা সাহেব চট্টোপাধ্যায় থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

হায়দ্রাবাদের টি-ম্যাক্স ক্যাফে শিলিগুড়িতে

দুরন্ত প্রতিবেদন: অসম হোক কিংবা দার্জিলিং-টি। চা’এর একেবারে প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে আসতে হবে ‘টি ম্যাক্স ক্যাফে’তে। সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবনায় তৈরি এই ক্যাফে এখন গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাদ যায়নি শিলিগুড়ি শহরও। শিলিগুড়ি কলেজপাড়ার আশুতোষ মুখার্জি বাইলেনে গেলেই মিলবে ‘টি ম্যাক্স ক্যাফে’। তবে শুধু ১০ রকমের চা নয়, ৭ রকমের কফি, ১২ রকমের শেকস, ৮ রকমের লস্যি, ১৬ রকমের স্ন্যাকস, স্যান্ডউইচ, বাহারি ডিশেস, আইসক্রিম থেকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস সমস্ত কিছুর স্বাদ মিলবে এখানে। যদিও এখানে মোট ১৯ রকমের চা পাওয়া যায়, তবে শিলিগুড়ি শাখায় আপাতত ১০ রকমের চা মিলবে বলে জানিয়েছেন ক্যাফে মালিক স্নেহা দে ও আদর্শ সরকার। যার মধ্যে জাফরানি চা, ভ্যানিলা চা, মশালা চা, গোলাপ চা, পান চা অন্যতম। দামও ধরাছোঁয়ার মধ্যেই থাকবে।

মূলত অশোকা গ্রুপের একটি উদ্যোগ এটি। ১৯৬৯ সাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন সেক্টরে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে অশোকা গ্রুপ। ধীরে ধীরে তারা জন্ম দেয় ‘ম্যাক্স মিল’ সংস্থার। এই সংস্থারই একটি প্রয়াস ‘টি ম্যাক্স ক্যাফে’। যাদের কাজই হল নতুন নতুন স্বাদের খাবার ও পানীয় ভারতীয়দের উপহার দেওয়া। সেই ভাবনায় হায়দ্রাবাদ ও দিল্লিতে এই পরিষেবা প্রথম চালু হয়। এখন গোটা দেশের অন্তত ২২টি রাজ্যে ৩৫২টির বেশি শাখা রয়েছে। ১৩ জুন শিলিগুড়ি কলেজপাড়ার শাখাটি উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ছিলেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিলি সিনহা ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কুন্তল রায়। আদর্শ সরকার ও স্নেহা দে জানান,‘ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাটি করতে গিয়ে টি ম্যাক্সের সন্ধান পাই। তারপরই সিদ্ধান্ত নিই যে শিলিগুড়িতে খুলব। আমাদের চেষ্টা থাকবে শিলিগুড়ির মানুষকে নতুন স্বাদ উপহার দেওয়ার।’

ভোট ফিরেছে পাহাড়ে

দুরন্ত প্রতিবেদন : পাহাড়ের শেষকথা তখন জিএনএলএফ সুপ্রিমো সুবাস ঘিসিংয়ের। ২০০০ সাল। শেষবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হল পাহাড়ে। সেই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল ২০০৫ সাল পর্যন্ত। তারপর থেকেই পাহাড়ে ষষ্ঠ তপশিল লাগু করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন ঘিসিং। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ভোট। ধীরে ধীরে সুবাস ঘিসিংয়ের রাজত্ব শেষ হয়। উঠে আসেন বিমল গুরুং। ২০০৭ সালের কথা। তিনিও পৃথক গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলনে উত্তাল করে তোলেন পাহাড়। ভোট তিনিও অগ্রাহ্য করেন। এভাবেই ২৩ বছর পেরিয়েছে। অবশেষে পঞ্চায়েত ভোট ফিরেছে পাহাড়ে। যদিও দ্বিস্তরীয়। তবুও সেই ভোট ফেরায় পাহাড়ের গ্রামে গঞ্জে খুশির অন্ত নেই। ভোটে অংশও নিয়েছে পাহাড়ের প্রায় সব রাজনৈতিক দল। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রার্থী হয়েছেন নির্দল। নির্দলের সংখ্যা প্রচুর। এতেই প্রমাণিত পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে পাহাড়বাসীর আগ্রহ কতটা। মোট ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে এবারের পঞ্চায়েত ভোট হল পাহাড়ে। ভোটকর্মীর সংখ্যা মোট ৪০০০ জন। দার্জিলিং পাহাড়ে ২৫০০ ও কালিম্পঙে ১৫০০। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা দার্জিলিঙে ৫১৪টি ও কালিম্পঙে ২৬৩টি। দার্জিলিঙের ৫টি ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির আসন ১৫৬টি। যেখানে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ৪২৮ জন। কালিম্পঙের ৫টি ব্লকে ৭৬টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ২৩৩ জন। অন্যদিকে দার্জিলিঙের ৭০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৯৮টি আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ১৫৭৬ জন। একইভাবে কালিম্পঙের ৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮১টি আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ৮১৪ জন। দার্জিলিঙে ২৭টি স্পর্শকাতর বুথ থাকলেও কালিম্পঙে কোনও স্পর্শকাতর বুথ নেই। তবে পাহাড়ের প্রতিটি বুথেই সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি ছিল বলে উভয় জেলার জেলাশাসক এস পুন্নমবলম ও আর বিমলা জানিয়েছেন। দার্জিলিং জেলায় ভোট দিয়েছেন ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৫২ জন ও কালিম্পঙে ভোট দিয়েছেন ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৩২ জন।

ভোটের ডিউটি

ভোট হল না চোপড়াতে

দুরন্ত প্রতিবেদন: ব্যালট বাক্স এসেছিল। ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটদান প্রক্রিয়াটাই হল না। ঘোষণা করা হয়েছে এই ব্লকের ২১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসন, ২৪টি পঞ্চায়েত সমিতির আসন ও ৩টি জেলা পরিষদ আসনের কোথাও নাকি বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি। শুধুমাত্র তৃণমূল দলের তরফেই প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। কাজেই প্রতিপক্ষ না থাকায় এমনিতেই জয়ী হয়ে গেছে তৃণমূল প্রার্থীরা। আর এই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের সুবাদে চোপড়া ব্লকে ভোট বলে কিছু হবে না। বরং সমস্ত তৃণমূল প্রার্থীরা অপেক্ষায় আছেন বিজয় মিছিল করার জন্য। ভোট শেষ না হওয়ায় সেটা আটকে আছে। যতদূর ঠিক আছে ১৩ জুলাই বিজয় মিছিল হয়ে যাবে। চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান জানিয়েছেন,'চোপড়ায় বিরোধী বলে আর কিছু নেই। আর তাদের প্রার্থী খুঁজে পাওয়া তো আরও দূরের কথা।' বিজেপি অবশ্য জানিয়েছে,'তাঁরা জেলা পরিষদের একটি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছিলেন হুমকি সত্ত্বেও। কিন্তু তাকেও শেষমেষ প্রত্যাহার করাতে বাধ্য করেছে তৃণমূল।' তৃণমূল অবশ্য এসব মানতে নারাজ। তবে তৃণমূল না মানলেও একটা বিষয় হল, যদি বিরোধী বলে কিছু না থাকে তবে মনোনয়নের জন্য হাইকোর্টে ভিড় করছেন কারা ? মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে মনসুর নামের যে যুবকের মৃত্যু হল, তাকে গুলি করল কারা? বিরোধীরা যদি না থাকে তবে মনসুররা কে? যদিও এসবের প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। মিলবেও না।

মনসুর আলম। মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত। চোপড়ায়

২০০৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে চোপড়ায় ৮টি খুনের ঘটনা ঘটেছিল। ভোটের আগে এলাকায় ভীতির পরিবেশ তৈরি করার জন্য সেসময় পরিকল্পিত হামলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। যাতে মানুষ ভোট কেন্দ্রে না যান, কিংবা গেলেও ভয়ে ভয়ে ভোট দেন। চোপড়ার সিপিএম নেতা আনোয়ারুল হক কিংবা কংগ্রেস নেতা অশোক রায়ের অভিযোগ,'এখন তৃণমূল ভোটের দিকেই যেতে চাইছে না। কারণ, ভোট হলে ভয়কে জয় করেই সবাই তৃণমূলকে হারাবে। তাই ভোটের আগেই জয়ের পরিস্থিতি তৈরি করে নিচ্ছে। বিগত পঞ্চায়েত ভোটে ভোটের পর লুট হয়েছিল, এবারে ভোটের আগেই লুট হল।'

জলের দরে বিজ্ঞাপন দিন

Contact for Advertisement
Siliguri- 6295751784
Islampur- 9434962451
e-mail : saatdin@gmail.com

মোবাইলেই বাজার
চিন্তা নেই কাটা-বাছার
তাজা মাছ সোজা যাবে আপনার রান্না ঘরে

FISH HAAT
Quality fish, delivered with love

কল করুন কিংবা মেসেজ : 89000 89989

তুফানিতে টিটি চ্যাম্পিয়নশিপ

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হল গ্রেটার শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট স্টেজ-২ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারতনগরের তুফানি সঙ্ঘে এই চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেছিলেন সিএবি'র প্রাক্তন সচিব বিশ্বরূপ দে। ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ক্রীড়া সংগঠক অনুপ বসু, রানা দে সরকার সহ বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্বরা। ৩-৭ জুলাই পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের প্রায় ৮০০ খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিল।

এই প্রতিযোগিতায় দ্বিমুকুট জয় করে শিলিগুড়ির সায়ন্তনী দাশগুপ্ত। মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে ফাইনালে ৪-২ গেমে শিলিগুড়ির প্রতীতি পালকে এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে ৪-০ গেমে সঞ্চারী চক্রবর্তীকে হারিয়েছে সায়ন্তনী। অন্যান্য বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়েছে যথাক্রমে- অনুষ্কা দত্ত ও কৌশানি নাথ (উইমেন্স), সম্প্রীতি রায় ও দিৎসা রায় (অনূর্ধ্ব ১৯), প্রতীতি পাল ও শ্রেয়া ধর (অনূর্ধ্ব ১৩) এবং পরিধি রায় ও শ্রেয়শ্রী চক্রবর্তী (অনূর্ধ্ব ১১)।

ক্যারমে সেরা

শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম চ্যাম্পিয়নশিপের মুক্ত বিভাগে সেরা হয়েছেন দুর্জয় ঘোষ। ফাইনালে তিনি হারিয়েছেন সঞ্জয় সরকারকে। জুনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পৃথ্বী সাহা। তিনি হারিয়েছেন অনিরুদ্ধ লাহিড়ীকে। সাব জুনিয়রে সেরা হয়েছেন সৃজিত সাহা। তিনি হারিয়েছেন অভিধান দাসকে। বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ও শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সহায়তায় দু'দিন ধরে এই প্রতিযোগিতা চলে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন জেলার অন্তত ২৪ জন ক্যারম খেলোয়াড়।

ফ্লাডলাইটে ফুটবল

বনানী বিশ্বাস

এটাও ইতিহাস। ক্রিকেটের পর ফুটবল। ফ্লাডলাইটের স্নিগ্ধ আলোয় আয়োজিত হল প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ। মনোজ ভার্মার পর সৌরভ ভট্টাচার্য দেখিয়ে দিলেন 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়'। শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ইতিহাসে প্রথমবার এমন আয়োজন। যদিও ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য কখনই এটাকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা মানতে চান নি। বরং তিনি জানান,'শিলিগুড়িতে খেলার পরিবেশকে আরও ঘনীভূত করতে এটা সার্বিক চেষ্টা। আমরা জানি, এটা লিগে ফুটবলকে পুরনো গরিমায় ফেরানো সম্ভব নয়। তবে আমরা ফুটবলকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নিবিড়ভাবে ছড়িয়ে দিতে চাই। এই আয়োজন তারই ধারাবাহিক কর্মসূচি।'

মূলত শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ৭৫ বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে চলেছে নৈশকালীন প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ। ফাইনাল তো বটেই, দু'টি সেমিফাইনালও হয়েছে ফ্লাড লাইটে। ২০২৩ সালের ৩১ মে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে লিগের খেলা শুরু হয়। উদ্বোধনী খেলায় রবীন্দ্র সঙ্ঘ মুখোমুখি হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ ক্লাবের

বিরুদ্ধে। লিগে মোট ১০টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। গ্রুপ 'এ'-তে ছিল- রবীন্দ্র সঙ্ঘ, তরুণতীর্থ, নরেন্দ্রনাথ ক্লাব, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব। গ্রুপ 'বি'-তে খেলেছে বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক্স ক্লাব, শিলিগুড়ি কিশোর সঙ্ঘ, এনজেপি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, নবীন সঙ্ঘ এবং নবোদয় সঙ্ঘ। লিগ কাম নকআউটের ভিত্তিতে খেলা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দু'টি করে দলকে সেমিফাইনালে তোলা হয়েছিল। ফাইনাল খেলা হয় ২৫ জুন।

লিগের চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩০ হাজার টাকা সহ ট্রফি। রানার্স দলের জন্য ২০ হাজার টাকা ও ট্রফি। ফেয়ার প্লে ট্রফির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ১০ হাজার টাকা। প্রতিটি খেলার সেরা ফুটবলারকে জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার নামাঙ্কিত ট্রফি সহ ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সেরা গোলরক্ষক, সেরা ডিফেন্ডার, সেরা স্ট্রাইকার, প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড় সহ নানা পুরস্কার ছিল। ফাইনালে লিগের সেরা হয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব। রানার্সের শিরোপা পেয়েছে নবান সঙ্ঘ। সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেয়েছেন অভিজিৎ টপ্পো। সেরা গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডারের শিরোপা পেয়েছেন নেতাজির রমেন রায় ও শাহিল প্রধান। সেরা প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন রাজেশ সিং। সর্বাধিক গোলের জন্য তরুণতীর্থের সাহিত শৈব, বাঘাযতীনের সোনম লেপচা, নবীন সঙ্ঘের পূজন সুব্বা ও নেতাজির অভয় যাদব পুরস্কৃত হয়েছেন। ব্যস্ত নগরী বলে পরিচিত শিলিগুড়ি শহরে ইদানিং দিনের বেলায় দর্শক পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়ে। কাজের শেষে ফ্লাড লাইটের অমল আলোয় যেভাবে শিলিগুড়ির মানুষ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দেখেছেন, সেটায় উজ্জীবীত মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ রাতের বেলাতেই ফুটবল লিগ করেছিল। তাতেও সাড়া মিলেছে দুর্দান্ত। যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কার্যকরী সভাপতি জয়ন্ত সাহা, সচিব কুন্তল গোস্বামী, সহ-সচিব অনুপ বসু, ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য সহ সমস্ত কর্মকর্তারা।

Owned by Md. Jabbar Ali, Milanpally, Islampur, Uttar Dinajpur, WB, Pin : 7333202, Mob-9434962451, Published by Alok Kr. Sarkar, Arobinda Pally Main Road, Siliguri, Darjeeling, Mob-8617008175, Printed by Darpan Publication Pvt limited, 3rd mile, Sevok Road, Siliguri-734008 | RNI Registration No. WBBEN/2009/30683, Registered : Postal Regi. No. WB/NBSR/BLH - 0007/2010-2012. Editor- Md. Jabbar Ali, Executive Editor- Alok Kr. Sarkar.